CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-110 ■ 19 January, 2026 ■ আগরতলা ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৫ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অসমে 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস' ও কাজিরাঙ্গা করিডোর প্রকল্পের উদ্বোধন

জনগন উন্নয়ন ও ভালো শাসন চায় বিজেপি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ।। রবিবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমের কালিয়াবরে কাজিরঙ্গা উঁচু করিডোর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ৬,৯৫০ কোটি মূল্যের এই প্রকল্পটি আসামের নাগাঁও জেলার কালিয়াবর এলাকায় শুরু হয়েছে এবং এটি ৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পরিবেশবান্ধব জাতীয় সড়ক প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি উঁচু বন্যপ্রাণী করিডোর, যা কাজিরঙ্গা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে যাবে। প্রকল্পটি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করবে, পাশাপাশি কাজিরঙ্গার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অবদান রাখবে। এর মাধ্যমে এই অঞ্চলে বাস করা প্রাণী, বিশেষ করে গণ্ডার, হাতি এবং বাঘের চলাচল নির্বিঘ্ন হবে, এবং মানব-প্রাণী সংঘর্ষ কমবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী কালিয়াবরে এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'কাজিরঙ্গা শুধু একটি জাতীয় উদ্যান নয়, এটি অসমের আত্মা।' তিনি আরও বলেন, 'কাজিরঙ্গা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল হিসেবে স্বীকৃত। গত কয়েক বছরে এখানে পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে গেছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, 'কাজিরঙ্গা এবং এর বন্যপ্রাণী রক্ষা শুধু পরিবেশগত সংরক্ষণ নয়, এটি আসামের ভবিষ্যত এবং আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের দায়িত্ব।' তিনি উল্লেখ করেন, আসামের বিজেপি সরকার সীমান্ত চোরাচালান দমন, বন রক্ষা, এবং অবৈধ দখলমুক্তকরণের জন্য অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দেশজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, 'গত এক দশকে ভারতের বনভূমি এবং বৃক্ষরক্ষার পরিমাণ বেড়েছে এবং ''এক পা নাম, মা কে নাম'' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০ কোটি গাছ রোপণ করা হয়েছে। এই সবই আমাদের পরিবেশ এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অনুষ্ঠানে দুটি নতুন 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের সূচনা করেন। এই ট্রেন দুটি হল --- কামাখ্যা-রোথক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং ডিব্রুগড়-লখনৌ (গোমতি নগর) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। তিনি বলেন, উঁচু বন্যপ্রাণী করিডোরটি সড়ক নিরাপত্তা বাড়াবে, ভ্রমণ সময় কমাবে এবং যাত্রী ও মালবাহী পরিবহন বাড়াতে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, 'তাদের

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৪ কোটি বিনিয়োগ প্রতারণার মূলচক্রী নদিয়ায় সিবিআই'র জালে

নদিয়া/আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরায় প্রায় ৪ কোটি টাকার চিটফান্ড ও বিনিয়োগ প্রতারণা মামলার মূল অভিযুক্ত তপন প্রামাণিককে রবিবার পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা থেকে গ্রেফতার করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। সিবিআই সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃত তপন প্রামাণিককে নদিয়ার একটি আদালতে পেশ করে ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

সিবিআই জানায়, মাঠ পর্যায়ের যাচাই, শারীরিক নজরদারি এবং বিস্তারিত কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই অভিযুক্তের অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তপন প্রামাণিক দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন এবং ২০২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি ত্রিপুরার গোমতী জেলার উদয়পুরে বিশেষ সিবিআই আদালত তাঁকে 'পলাতক' হিসেবে ঘোষণা করে।

সিবিআই সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত তপন প্রামাণিক এম.পি.এস. অ্যাগ্রো-অ্যানিম্যাল প্রোজেক্টস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর ছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, সংস্থার এজেন্টদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা করে প্রায় ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়। পরে ওই সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ।

ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে সিবিআই ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর এই মামলাটি রুজু করে। তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর মূল চার্জশিট এবং ২০১৯ সালের ৩১ মে একটি সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করে সিবিআই। তবে তদন্তে সহযোগিতা না করায় এবং দীর্ঘদিন পলাতক থাকায় তপন প্রামাণিকের বিরুদ্ধে পলাতক হিসেবে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলেও দীর্ঘদিন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ট্রায়াল চলাকালীন একাধিকবার তাঁকে ধরতে চেষ্টা করা হলেও সফলতা আসেনি। অবশেষে রবিবার নদিয়া জেলা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য, এমপিএ অ্যাগ্রো-অ্যানিম্যালস প্রোজেক্টস লিমিটেড নামে যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে, সেটি ২০০৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর নিবন্ধিত একটি পাবলিক আনলিস্টেড সংস্থা। সংস্থার কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার শান্তিপুরে অবস্থিত। সংস্থাটি কৃষি ও কৃষি-সংলগ্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং চুক্তিভিত্তিক বা ফি-ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান করত বলে সিবিআই সূত্রে জানানো হয়েছে।

পরিত্যক্ত বিশ্রামাগার থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।। কাঁঠালিয়ায় একটি পরিত্যক্ত বিশ্রামাগার থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম দীপঙ্কর পাল (ডাকনাম কৃষ্ণ), বয়স ৪৮ বছর। পরিজনদের অভিযোগ, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়খুনের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

রবিবার যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও কাঁঠালিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যৌথভাবে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। বর্তমানে মৃতদেহটি কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীপঙ্কর পাল উত্তর মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তবে বিয়ের ছয়-সাত মাসের মধ্যেই স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যান। এরপর থেকেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবারের দাবি। মাঝে মধ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের অভ্যাসও ছিল তার।

উল্লেখ্য, দীপঙ্কর পালের পিতা প্রয়াত বাসু পালও পূর্বে পুকুরে ডুবে মারা যান। দীপঙ্কর ছিলেন দুই ভাইয়ের মধ্যে বড়। পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তার ছোট ভাই বিষ্ণু পাল রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সন্ধান পাননি।

রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটা নাগাদ খবর আসে, কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নীচের চৌমুহনী এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বিশ্রামাগারে একজন ব্যক্তি পড়ে আছেন। খবর পেয়ে স্থানীয় কয়েকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, ওই ব্যক্তি মৃত। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করে।

যাত্রাপুর থানার ওসি সিতিকান্ত বর্ধনের কাছ থেকে জানা যায়, মৃতের ছোট ভাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এটি আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত হত্যাতা এখনও স্পষ্ট নয়।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পিকনিক থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। পিকনিক শেষে ফেরার পথে রাজধানীর গোয়ালাবস্তি ভিআইপি রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দিল্লি ওয়ার্ল পাবলিক স্কুলের একটি বাস। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় একাধিক যাত্রী আহত হন। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার ছুটির দিন থাকায় সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় পিকনিকের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যা নাগাদ দিল্লি ওয়ার্ল পাবলিক স্কুল-এর টি আর—০৮—১২৪১ নম্বরের বাসটি পিকনিক থেকে ফেরার সময় গোয়ালাবস্তি এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝখানে থাকা ডিভাইডারের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের জালে দুই কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বাইক ও স্কুটি চুরি চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ। পৃথক অভিযানে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত দুই কুখ্যাত চোরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জানুয়ারি আমতলী থানায় একটি স্কুটি চুরির সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সম্বন্ধে দে নামে এক চোরকে চুরি যাওয়া স্কুটিসহ আটক করে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ আরও একটি সূত্র পায় এবং অভিযানে নেমে আরও এক যুবককে আটক করার পাশাপাশি দুটি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

পরবর্তীতে ধৃত সম্বন্ধে দে-কে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোটের আগে ফের বিজেপিকে নিশানা

পয়সা দিয়ে তিপ্রাসাদের কেনা সম্ভব নয় ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র সুর চড়ালেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। রবিবার টাকারজলায় রাংখল বার্ষিক সম্মেলনে ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি কমিউনিটি হলের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, জনজাতিদের ভোট বিজেপি পাবে না।

অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি-এর চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, তিপ্রা মথার নেতা বিজয় রাঙখল, রাজেশ্বর দেববর্মা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, "এই জমি আমাদের, এই রাজ্য আমাদের, ইতিহাস আমাদের।

তিপ্রাসাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হলে তার জবাব ভালোবাসার মাধ্যমে, হাসতে হাসতেই দেওয়া হবে।"

মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, "যতই চেষ্টা করুন, তিপ্রা মথাকে হারানো যাবে না।

পয়সা দিয়ে তিপ্রাসাদের কেনা সম্ভব নয়।"

তিনি আরও বলেন, "আপনারা দলকে জেতানোর জন্য লড়াই করেন, আর আমরা লড়াই করি জাতিকে জেতানোর জন্য। যত গালিই দিন, তিপ্রাসা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে।"

পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেন, জনজাতিদের শিক্ষা, ভূমি ও রোমান হরফের অধিকার নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত; হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি তিপ্রাসারা গ্রহণ করে না।

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বক্তব্যে উঠে আসে ২০২৬ সালের লক্ষ্যও। তাঁর কথায়, ২০২৬ সালে তিপ্রাসাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে, তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

জনজাতিদের কথা দিল্লিতে পৌঁছাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তিপ্রাসাদের দুঃখ বোঝাতে পারলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

লেম্বুতলী থেকে উদ্ধার বিপুল পাচার সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড় , ১৮ জানুয়ারি।। গভীর রাতে লেম্বুতুলী হাজারী চৌমুহনীর বণিক বাড়িতে হানা দিল বিশালগড় থানার পুলিশ। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের শাসকদল আশ্রিত নেশা ও চোরাচালান কারবারের অন্যতম বড় মাফিয়া হিসেবে পরিচিত বুরো বণিকের ঠেকে এই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অভিযান চলাকালীন বুরো বণিকের বাড়ি থেকে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা ট্রাক ভর্তি দামী কাপড়, মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে, বাজি তৈরিতে ব্যবহৃত সামগ্রী সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা বিপুল পরিমাণ বারুদের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অনুমান।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে ফের খুন হিন্দু হোটেল মালিক

গাজিপুর, ১৮ জানুয়ারি ।। বাংলাদেশে ফের একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যা নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। গাজিপুরের ''বৈশাখী সুইটমিট অ্যান্ড হোটেল''র মালিক লিটন ঘোষের হত্যার ঘটনায় সেদেশে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, হোটেলের কর্মচারীকে বাঁচাতে গিয়ে লিটন ঘোষ খুন হন। এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গাজিপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভাসংলগ্ন এলাকায় শনিবার সকাল ১১ টার দিকে একটি তুচ্ছ ঘটনার জেরে ঝগড়া শুরু হয়। তা পরবর্তীতে হাতাহাতিতে রূপ নেয়, এবং এর ফলে ৫৫ বছরের লিটন চন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে মোহাম্মদ স্বপন মিঞা, তার স্ত্রী মাজেদা খাতুন এবং ছেলে মাসুম মিঞাকে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মাসুম মিঞা ওই দিন সকালে হোটেলে গিয়ে রেস্তোরাঁর ১৭ বছরের কর্মী অনন্ত দাশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় মাসুমের বাবা স্বপন মিঞা ও মা মাজেদা খাতুন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তারা অনন্ত দাশকে মারধর করেন। এরপরে, লিটন চন্দ্র ঘোষ পরিস্থিতি শান্ত করতে এগিয়ে আসেন এবং কর্মীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তখনই স্বপন মিঞা এবং তার পরিবার লিটনকে মারধর শুরু করেন, যা এক পর্যায়ে এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, বেলচা দিয়ে লিটনের মাথায় আঘাত করা হয়। ওই আঘাতে লিটনের মৃত্যু ঘটে।

ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত ৩ জনকে পালানোর সুযোগ দেয়নি এবং তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশের পাম্পকর্মী রিপন সাহার হত্যাকাণ্ডের খবরও উঠে আসে, যিনি একটি গাড়িতে তেল ভরার পর প্রাপ্য টাকা চাওয়ায় গাড়ির মালিক তাকে পিষে হত্যা করে বলে অভিযোগ।

গত ডিসেম্বর মাসে দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক হিন্দু হত্যার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে সেদেশের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছে। অমৃত মণ্ডল, রিপন সাহা সহ একাধিক যুবকের খুনের ঘটনা সবার সামনে এসেছে, এবং এসব হত্যাকাণ্ডের পর আরও একবার এল লিটন ঘোষের হত্যার খবর, যা বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

মাঝ রাস্তায় গাড়ির চাকা ফেটে বিপত্তি, রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জানুয়ারি।। রবিবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া থানার সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যায় এক চাঞ্চল্যকর সড়ক দুর্ঘটনা, যা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলটায়ারের সামান্য ত্রুটিও কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। একটি টাটা স্করপিও গাড়ি আমবাসার ডলু বাড়ি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গাড়িটি তেলিয়ামুড়া শহরের থানার কাছাকাছি পৌঁছাতেই সামনের ডান দিকের চাকা হঠাৎ ফেটে যায়।

ফলে চালক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশনে পিস্তল, কাতুর্জ সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রেল পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ অভিযানে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে একটি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি এবং ১০০ বোতল নিষিদ্ধ এসকফসহ বিহারের দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবকরা রানী কমলাবতী এক্সপ্রেসে করে রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা আগরতলা রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

এ বিষয়ে ডিআইজি রতি রঞ্জন দেবনাথ জানান, ধৃতদের নাম কার্তিক যাদব ও আমোদ। তাদের বাড়ি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

রবিবার প্রথম পাতায় 'বাংলাদেশে আরও এক হিন্দু যুবক খুন' প্রকাশিত সংবাদে ব্যবহৃত ছবিটি ভুলবশত ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

CMYK

Page 1.pmd 1 19-01-2026, 00:11

জাগরণ আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি,২০২৬ইং
৫ মাঘ, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাল্যবিবাহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল

বাল্যবিবাহ কেবল একটি সামাজিক কুপ্রথা নয়, বরং এটি একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং উন্নয়নের পথে এক বিরাট অন্তরায়। এটি একটি শিশুর শৈশব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়।বাল্যবিবাহের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে একটি মেয়ের শরীরের ওপর।অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় গর্ভধারণ করিলে মা ও শিশু উভয়েরই জীবনের ঝুঁকি থাকে। এ সময় প্রসূতি মৃত্যুহার এবং নবজাতকের মৃত্যুহার অনেক বেশি থাকে।অল্প বয়সে মা হওয়ার কারণে মেয়েরা চরম পুষ্টিহীনতায় ভোগে, যাহা তাহাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক দুর্বলতার কারণ হয়।খেলাধুলা ও পড়াশোনার বয়সে সংসারের বোঝা মাথায় চাপাইয়া দেওয়ায় মেয়েরা বিষণতা, উৎকণ্ঠা এবং মানসিক ট্রমার শিকার হয়।একটি মেয়ের বিয়ের অর্থই হইলো তাহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরিয়া পড়ে। এতে তাহাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহারা অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল হইয়া পড়ে।অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া মেয়েরা প্রায়ই পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। বয়সের ব্যবধান এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাবে তাহারা নিজেদের অধিকার নিয়া কথা বলিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবিতে তাহাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।বাল্যবিবাহ দারিদ্র্যের চক্রকে দীর্ঘস্থায়ী করে। যখন একটি মেয়ে শিক্ষিত হইতে পারে না, তখন সে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখিতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষিত মা ছাড়া একটি শিক্ষিত জাতি গঠন অসম্ভব। তাই বাল্যবিবাহ প্রত্যক্ষভাবে দেশের জিডিপি এবং সামগ্রিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক পরিবার মেয়েকে ''বোঝা'' মনে করিয়া দ্রুত বিয়ে দিয়া দায়মুক্ত হইতে চায়।ইভটিজিং বা সামাজিক নিরাপত্তার অভাব অনেক সময় অভিভাবকদের এই ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।শিক্ষার অভাব এবং ধর্মীয় বা সামাজিক ভুল ব্যাখ্যা এই কুপ্রথাকে টিকাইয়া রাখিয়াছে।বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা। উঠান বৈঠক, সেমিনার এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।বাল্যবিবাহ একটি মেয়ের জীবনের সূর্য্যকে উদিত হওয়ার আগেই অস্তমিত করিয়া দেয়। এটি রুখিয়া দেওয়া কেবল প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়িতে বাল্যবিবাহকে ''না'' বলা জরুরি।

ভারতে এবং বিশেষ করিয়া ত্রিপুরায় বাল্যবিবাহ একটি গভীর সামাজিক সমস্যা হিসাবে রহিয়া গিয়াছে। ভারতে বাল্যবিবাহের জাতীয় গড় হার প্রায় ২৩.৩ু। ২০২৬ সালের মধ্যে এই হার আরও ১০ু কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত' অভিযান জোরদার করিয়াছে।ত্রিপুরার অবস্থা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ উদ্বেগজনক। তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরায় বাল্যবিবাহের হার প্রায় ৩৯ু থেকে ৪০ু এর কাছাকাছি, যাহা ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। বিশেষ করিয়া সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার মতো জেলাগুলোতে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। যদিও সম্প্রতি কিছু তথ্য বলিতেছে এই হার ২১ু-এ নামাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতেছে, তবুও এটি জাতীয় গড়ের (১১ু-২৩ু) চেয়ে অনেক বেশি।ভারতে বাল্যবিবাহ রোধে ''বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬'' কার্য্যকর রহিয়াছে। আইনের দৃষ্টিতে মেয়ের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলের জন্য ২১ বছর পূর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। এর কম বয়সে বিয়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যিনি বাল্যবিবাহ করিবেন (যদি তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হন), তাহাকে ২ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইতে পারে।যারা এই বিয়ে পরিচালনা বা আয়োজন করেন (যেমন: অভিভাবক, পুরোহিত বা কাজি), তারাও একই শাস্তির আওতায় আসিবেন। বাল্যবিবাহ হইতে চলিয়াছে এমন খবর পাইলে আদালত সেই বিয়ের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে। এই আদেশ অমান্য করাও অপরাধ।যদি নাবালিকা বা নাবালক চায়, তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ২ বছরের মধ্যে তাহারা আদালতে আবেদন করিয়া এই বিয়ে বাতিল করিতে পারে। আপনার এলাকায় কোনো বাল্যবিবাহের খবর পাইলে সাথে সাথে স্থানীয় থানা বা চাইল্ড লাইন এ জানান।ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সরাসরি মহকুমা শাসক বা জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরে যোগাযোগ করা যায়।

আজও কাঁদে গান্ধারী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের কাবুল ও সয়াত নদীর তীরে অবস্থিত একটি ইন্দো আর্য রাজ্য নাম "গান্ধার", "আর্য সভ্যতার। বর্তমান উত্তর পশ্চিম পাকিস্তান ও উত্তরপূর্ব আফগানিস্তান এই সীমানাই আনুমানিক "গান্ধার"। সময়সীমা হলো (১৫০০-১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) গান্ধারের অস্তিত্ব। গান্ধারের রাজধানী ছিল চরসদ্দাপ্রথম। বর্তমানে খাইবার পাখতুন খোয়া নামে পরিচিত।

পরবর্তী কালে গান্ধারের রাজধানী ছিল "তক্ষশীলা"। বর্তমানে এই গান্ধার পাকিস্তানের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল বলা চলে। "গান্ধার" শব্দের অর্থ হলো, সুগন্ধির দেশ। অর্থাৎ যেখানে "গণ্ডকে" সুগন্ধি এবং "হারা" মানে "ভূমি" রূপে অনুবাদিত। এখানে বলে রাখা উচিত যে, "গান্ধারী" নামে একটি সংস্কৃত নাম অর্থ গান্ধার থেকে "নারী" তাই আফগানী নারী। গান্ধারী কাপরের সাথে উৎপাদিত এক প্রকার "রেশম বস্ত্র"। এই গান্ধারই বর্তমান "কান্দাহার" অঞ্চল। "গান্ধারী" নামটি প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতে একটি গুরুত্বপূর্ন চরিত্র, যিনি গান্ধার রাজ্যের রাজকন্যা, রাজা সুবালার কন্যা এবং পরবর্তীতে হস্তিনাপুরের অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী এবং দুর্যোধনের শত ভাই ও এক কন্যা দুঃশলার মাতা। গান্ধারী ছিলেন সুন্দরী এবং নিবেদিত প্রাণ স্ত্রী। পিতামহ ভীষ্মদেব তাদের প্রনয়ের আয়োজন করেছিলেন। গান্ধারী যখন জানতে পারলেন তার স্বামী "জন্মান্ধ" তখন তিনি স্বামীর মতো নিজেকে চোখ বাঁধার, সিদ্ধান্ত নেন প্রনয় কাল হইতেই।

গান্ধারীকে মহাভারতে বিভিন্ন নামে যথা "গান্ধার রাজ দুহিতা" সৌবলেয়ী, সুবলপুত্রী, এবং সুবলাত্মজা, সুবালার কন্যা নামে উল্লেখিত। এক সময় ভীষ্মদেব গান্ধার রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্যে তার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে আক্রমন করেন। কিন্তু গান্ধার রাজা সুবলার এই আক্রমন প্রতিহত করার ক্ষমতা ছিল না। এদিকে রাজা সুবালার একমাত্র কন্যা গান্ধারী শিবের ত্বরে শত সন্তানের জননীর বরপ্রাপ্ত, যে কথা ভীষ্মদেব জানতেন। হস্তিনাপুরে তখন রাজ সিংহাসনের উত্তরসূরী কে হবে এই নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। ভীষ্মদেব ভাবলেন যদি গান্ধারীর সাথে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দেয়া যায় তবে ঐ সমস্যার সমাধান হবে। শত সন্তানের বর প্রাপ্ত গান্ধারীর যে কোন একটি সন্তানকে বিবাহের পর রাজা করা যেতে পারে ভবিষ্যতে। ঠিক তখনই রাজা সুবালা তার নিজের রাজ্যকে ভীষ্মদেবের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য ভীষ্মদেবের প্রস্তাব মতো সুন্দরী গান্ধারীর সাথে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দেন। ভীষ্মদেব গান্ধার রাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই বিবাহ দেন। এই বিবাহের আগেও একবার গান্ধারীর তার গ্রহদোষ কাটানোর জন্য "ছাগ" এর সাথে বিবাহ হয়। যে কথা পিতামহ জানতেন না আর গান্ধার রাজ যেটা গোপন রাখেন। পরবর্তীতে যখন পিতামহ ভীষ্ম এই কথা জানতে পারেন তখনই শুরু হয় গান্ধারীর উপর রাজা সুবেলা ও তার সৈন্য সমস্ত এবং সুবেলার পুত্রদেবকে গৃহবন্ধী করে রাখেন ভীষ্মদেব। গৃহবন্দী অবস্থায় এক মুঠো অন্ন ছাড়া কোন খাবারই দিত না তাদের। খাবারের অভাবে যখন সবাই দুর্বল হয়ে মৃত্যু মুখে তখন রাজা সুবেলা তার একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র শকুনী সমস্ত মুঠো অন্ন এনে দিতো যাতে এই শকুনীকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ছোটবেলা হতে শকুনী তীক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত ছিল।

গৃহবন্দী অবস্থায় রাজা সুবেলা তার পুত্র শকুনীকে বলতেন যে তোমাকে ভবিষ্যতে এই প্রতিশোধ নিতে হবে "মামা" হয়ে এবং আমার মৃত্যুর পর আমার উচুর হাড় দিয়ে পাশা খেলার গুটি তৈরী করবে এবং এই পাশা খেলার মাধ্যমেই তুমি এই কৌরব বংশ গুৎস করবে এবং হস্তিনাপুরকে ছিন্নভিন্ন করবে। শকুনী কিন্তু খোঁড়া ছিলেন না। তাকে রাজা সুবেলা লাঠি দিয়ে পায়ে আঘাত করে খোঁড়া করে দেন যাতে তার এই প্রতিশোধের আগুন মেন উটলে উঠে হাঁটার সময় এবং ভালোভাবে বদলা প্রতিশোধ নিতে পারেন। পিতার আদেশ অমান্য করেননি পুত্র "শকুনী"। আর অপরদিকে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ন্যায়পরায়নতা দেখতে গিয়েই সুন্দরী গান্ধারীর নিজের চোঁখ নিজেই বেঁধে রাখা সারাজীবন স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের মতো না দেখার জন্য। এই হলো ভাগ্যের পরিহাস। সব ওলটপালটে গেল। এই জায়গা থেকে মূল বাহিনী শুরু বলা যায়। এমনটা সুন্দরী গান্ধারী ভাবতেও পারেননি আগে। গভীর শোক, অসহনীয় মানসিক যন্ত্রনা, মহাভারতের চরিত্র গান্ধারীর জীবনে এই প্রবাদের সার্থকতা। একদিকে কৌরবদের মাতা অন্যদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার শত পুত্র নিহত হন। মাতা তার সন্তানের মৃত্যুতে তীব্র মানসিক যন্ত্রনায় মধ্যে অত্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় থাকেন। যুদ্ধশেষে রণভূমিতে তার মৃত পুত্র ভাই ও স্বজনদের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখে তার যে অবর্ণনীয় দুঃখ ও কষ্ট হয়েছিল সেই গভীর শোক বোঝানো হয়েছে। কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ভাবে জানতেন যে কপট পাশাখেলা একটা প্রতারনামুখর। শকুনীর বিশেষ পাশা ছিল যে তার আদেশ মানত এবং এই কারনেই পান্ডবরা ছেঁড়ে যায়। পাশাখেলার সময় কৃষ্ণ হস্তিনাপুর ছিলেন না। পরে যখন জানতে পারলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে যদি তিনি থাকতেন তবে তিনি এই কাটে পাশাখেলা হতেই দিতেন না এবং প্রয়োজনে দুর্যোধনকে হত্যা করতেন। খেলার ফল স্বরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবে এবং অধর্মের বিলাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি হস্তক্ষেপ করেননি যতক্ষননা দ্রোপদী তাকে স্মরন করেন। এই পাশাখেলাটি একটি ধূর্ত ঘড়ান্ত, যেখানে দুর্যোধন ও শকুনি হলেন এই ষড়যন্ত্রের মুল হোতা। ধর্ম ও অধর্মের লড়াইয়ে শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের সাহায্য করেছিলেন কৌরবদের বিরুদ্ধে গিয়ে। এই কপট পাশাখেলার জন্যই পান্ডবদের ১২ বছরের বনবাস ও ১ বৎসরের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল। গান্ধারী তার স্বামীর অন্ধত্বের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেই আজীবন চোখে পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন। মহাঋষী ব্যাসদেবের আশীর্বাদে পাওয়া শতপুত্রের রণক্ষেত্রে মৃত্যু তিনি সহ্য করতে পারেননি। অনেকবার স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে লিপ্ত হতে মানা করেন গান্ধারী। যুদ্ধের পর যখন তিনি তার জৈষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের মৃত্যু সংবাদ পান, তখন অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চোখের পট্টি খুলে ফেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তির সাথে বনের পথে যান এবং অবশেষে সেখানেই মারা যান দবানলে, মাতা গান্ধারীর চরিত্রটি সাধারনত নারীর নিষ্টা ও আত্মত্যাগ প্রতিক। মৃত্যুর আগে গান্ধারী শোকে কাতর হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কারন তিনি বুঝে গেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে এই যুদ্ধবন্ধ করতে পারতেন।

যুদ্ধের পর কৌরব ও পান্ডবদের পরিবারের মহিলাদের দুর্দশা ও শোক দেখে ক্ষোভে শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে তার যাদব বংশ ও এক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মাধ্যমে গৃৎস হবে। এই বিশাল গৃৎসযজ্ঞ থামাতে না পারার জন্য গান্ধারী কৃষ্ণকে দায়ী করেন এবং যাদববংশ ও একদিন আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদের কারনে যুৎস হবে এবং শ্রীকৃষ্ণ কেও একাকী অসহায় ভাবে মৃত্যুবরন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ও হাসিমুখে, মাতা গান্ধারীর এই অভিশাপ গ্রহণ করেন। সন্তানদের মৃত্যুতে মাতা গান্ধারীর কান্না ছিল, শোক, ক্রোধ এবং অবিচারের এক সম্মিলিত প্রকাশ। যুদ্ধের পর তার ১০০ জন পুত্রকে হারিয়ে তিন শোক ও রাগে চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরেন। শ্রীকৃষ্ণকেই দায়ী করেন মাতা গান্ধারী। তার এই কানা মূলত পুত্রশোকের প্রকাশ ও ন্যায় ও ধর্ম সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস যা যুদ্ধে ভেঙ্গে যায়। মনের ভীতরের গভীর ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন তিনি। মানসিক ভাবে সম্পূর্ন ভেঙ্গে যান গান্ধারী। তিনি এই যুদ্ধকে ন্যায় ও ধর্মের চরম অবমাননা হিসাবে দেখেছেন। তার এই কান্না ছিল এক অপূরনীয় ক্ষতির প্রতিচ্ছবি। মাতা গান্ধারীর এই কান্না কেবলমাত্র শোকের প্রকাশই ছিল মা, ছিল এক অভিশাপ। এই অভিশাপ ছিল তার বিচার ও প্রতিশোধের এক রুদ্ররূপ। ব্যাসদেব মাতা গান্ধারীকে রনক্ষেত্র দিব্য দৃষ্টি দান করেন। কয়েকজন শোকাতুর নারীর কোন চৈতনাই ছিলনা। মাতা গান্ধারীর অভিশাপে সমুদ্র এসে গ্রাস করে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীকে। আজও আরবসাগরের গভীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দ্বাপর যুগের বিকশিত হওয়া প্রাচীন দ্বারকানগরীর গুৎসাবশেষ। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে অভিশাপ দেওয়ার ৩৬ বছর পর মারা গিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। নিজেদের মধ্যে অন্তর্দন্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় যদু বংশ। কর্মফলে জরার হাতেই মৃত্যু হল শ্রীকৃষ্ণের। বিশ্ব সংসারের প্রায় অনেক ঘরেই আজও কাঁদে গান্ধারী। এই সমাজে এখনও অএমন অনেক মা আছেন যারা তাদের সন্তান বা আপনজনদের জন্য শোক প্রকাশ করেন যেমনটি মহাভারতের গান্ধারী করেছিলেন পুত্রশোকে। যুদ্ধের ফলে অন্য কোন কারনে যে সন্তানকে হারানো হয়, সেই শোক কখনও ঝামেলা বরং মায়েদের হৃদয় কান্নার মধ্যেই থেকে যায়। "আজও কাঁদে গান্ধারী এই প্রবাদটি সেই সব মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য যারা তাদের প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা আজও বয়ে নিয়ে বেড়ান। এই বিশ্বে সংসারে এখনও অনেক মাতা আছেন যারা নিজের পুত্র সন্তানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এবং সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় শারীরিক কষ্ট। আর সন্তান বড় হওয়ায়র সাথে সাথে মানসিক ও আর্থিক কষ্ট, মূলত একজন মা এবং তার সন্তানের মধ্যে এক অটুট বন্ধন তৈরী। এই মাকেই সন্তান জন্মের পর তাকে বড় করার জন্য মায়ের শারীরিক ও মানসিক ত্যাগ স্বীকার বড়ই দুঃখদায়ক। সন্তানের ভালো মন্দ শিক্ষা ও অন্যান্য সব চাহিদা পুরন এই মাকেই করতে হয়। অনেক সামাজিক চাপের সম্মুখিন হতে হয় এই মাকেই। এই "দিকগুলো যেমন মাকে শারীরিক ও মানসিক দুর্বল করে অন্যদিকে সন্তানের প্রতি আবেগ আরো বেশী ভালোবাসা ও স্নেহ বাড়িয়ে দেয়। সন্তানরা তাদের নিজেদের পছন্দ, অপছন্দ এবং মা, বাবার ইচ্ছার মধ্যে একটি দ্বন্ধ অনুভব করে যেমনটি মহাভারতে হয়েছিল। বড় হওয়ার সাথে সাথে সন্তানদের মধ্যে চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন আসে এবং তাদের সবকিছু গুরুজনদের মেনে চলা কঠিন হয়ে যায়। শুধু আদেশ না দিয়ে সঠিক কী করা উচিৎ সেই সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত মাতা পিতার প্রত্যেকের আর ভালো খারাপ পার্থক্য বোঝানো দরকার সর্বদাই ছোটবেলা হইতে। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে মানসিক যন্ত্রনায় পিতা মাতার অভিশাক কুড়াচ্ছে অভাগা সন্তানরা। যার জন্য দায়ী সন্তান নিজে। সন্তানের অসচেতন কর্মকান্ডই বাবা মাকে অভিশাপ দিতে বাধ্য করে। কথায় আছে না সুখের পায়রা উড়না সবার আঙ্গিনায়"। অনেক পরিবার নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারে। সন্তানদের সাথে বাবা মায়ের বনিবনা না হলে যা হয়। পারিবারিক বন্ধনে ভন্ডামীর জন্যই যে হাল হয়েছিল কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে তা এখনও আছে অনেক পরিবারে। দুর্যোধনের বিকারগ্রস্থ চিন্তা ভাবনাই মাতা গান্ধারীকে সবচেয়ে বেশী শোকাতুর করেছিল, যেমনটা আজও অনেক পরিবারে।

অত্যাধিক জেদ ও নিজেকে লোভের বশবর্তী হয়ে পুরো পরিবারকে শ্বংস করে দেওয়া যা দুর্যোধন করেছিলেন, কারো আদেশ নির্দেশ না মেনে। সন্তানের অবাধ্যতা, মনোযোগ না দেয়া একজন মায়ের জন্য মাসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়, যা থেকে হতাশা আসে। কিছু করতে না পারা বা নিয়ন্ত্রন করতে না পারার অনুভূতিও মায়ের মধ্যে হতাশা বাড়িয়ে দেয়। আর পিতার যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে তো সবই শেষ। পিতা-মাতা দুজনেরি উচিৎ যে ভালো মন্দের দিকগুলো খেলার ছলে বা মজার ছলে সংসার বা পরিবারের নিয়মগুলো বোঝানো। যৌথ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তুলনা না করে সম্পর্ক ঠিক রেখে বাড়িতে বা পরিবারে কিছু নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া যাতে আজীবন প্রত্যেকদের সাথে প্রত্যেকের স্নেহ, আদর ভক্তি বেরে যায় দিন দিন। আজকের প্রায় অনেক পরিবারের মায়েরা আজীবন শুধু কেঁদেই চলে। এহেন পরিস্থিতিতে একজন গর্ভধারীনি মা ক্রমাগত দুঃখ ও যন্ত্রনার কারনে কাঁদেন। এটি খুবই আবেগপূর্ন ও দুঃখজনক পরিস্থিতির স্বীকার। মায়ের এই নিরন্তন কান্না খুবই দুঃখ জনক তাদের সন্তানের কাছে। এখানে এই প্রশ্ন আসে যে মহাভারতের গান্ধারীর মতো সব মা কেন কাঁদের জীবনের শেষ মুহুত্বড় অব্দি? মহাভারতে যেমন সন্তানদের পরিনতি নিয়ে তৈরী হয়েছে মাতা গান্ধারীকে কান্না, ঠিক তেমনই অপরিসীম শোকের কারনে যখন কোন মা, তার সন্তানের জন্য গভীর শোক প্রকাশ বা তাদের হারালে যে দুঃখ হয় তাকেই বোঝাতে আমার এই প্রবাদ 'আজও কাঁদে গান্ধারী' ব্যবহৃত হয়েছে।

'যারা তোমাকে অবমানে "মা"। তাদেরই অপমান। কাপুরুষতায় হস্তে "সতীর লাঞ্চনা", রাজগৃহ আয়োজন, সুখ দুঃখ সহস্র এখন, ক্লান্তির আরাম, হইবো একাকীনি, সর্বদুঃখে সেবা আমি যে মাতা গান্ধারী জননী, সতীত্বের সৌরভে প্রস্ফুটিয়া জাগিবো আবার, এই বিশ্ব সংসার মাঝে।'

পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় শিক্ষার্থী পাশ করলেও তার শিক্ষা ব্যবস্থাই ফেল করে

স্বপনকুমার মণ্ডল

স্কুলছুট যাতে না হয় তার জন্যে পরীক্ষায় ফেলের ধারণাই মুছে দেওয়ার আয়োজন করা হয়। তাতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই পাশ করে, অথচ তার শিক্ষা ব্যবস্থাই ফেল করে বসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের শিক্ষার অধিকারে "নো ডিটেনশন পলিসি" শুরু হয় যোলো বছর আগে ২০০৯-এ। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফেল করলেও নতুন ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ছকবন্দি পাশফেলের ধারণাই তুলে দেওয়া হয় যাতে সবাই পাশ করে। তার লক্ষ্যেই ছিল সবার শিক্ষার অধিকার ও তার বিস্তার সুনিশ্চিত করা। ফেল করে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া বা ফেলের ভয়ে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা যাতে সক্রিয় হতে না পারে, তার জন্যই সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই পক্ষে বিপক্ষের মতে বিতর্ক দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার মান নিয়েও বহুবিধ প্রশ্নের অবতারণা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে অবাধে শিক্ষার বিস্তারে যে তার লক্ষ্য পূরণে নিশ্চয়তারই অভাব ছিল, পরবর্তীতে ২০১৯-এ অর্থাৎ দশ বছর পরে সেই শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধনের উদ্যোগেই তা প্রতীয়মান। এজন্য রাজ্যগুলোর উপরেই পাশ-ফেল ব্যবস্থা চালু রাখা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিলেও তা আর পুরনো পাশফেল প্রথায় ফিরে আসেনি। বিষয়টি যে শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি, সে-বিষয়ে দীর্ঘ টালবাহানা থেকে দড়িটানাটানিতেই তা প্রতীয়মান। ২০২৪-এর ২৩ ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার ঘোষণাতেই সেই দোলাচলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস প্রকট হয়ে ওঠে। আপাতভাবে মনে হবে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখো করাতেই তার আয়োজন। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার প্রসারে দারিদ্রপীড়িত দেশে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে সবাইকে পাশ করানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, যেখানে প্রতিযোগিতার বালাই নেই, সেখানে অবাধ বিচরণের সদিচ্ছায় পড়াশোনায় কোনওরকম অনীহাবোধ জেগে না উঠাই দস্তুর। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আরও চাহিদা পূরণের প্রয়াস জারি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। মিড-ডে মিল, বইপত্র থেকে বিদ্যালয়ের পোশাক ও আরও নানাবিধ সরকারি সুযোগসুবিধার নিবিড় আয়োজন সেখানে। একে সবাই পাশ, তার উপরে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু উপহার হিসেবে পাওয়ার আনন্দ। অথচ তাতে আয়োজনের ফুল প্রয়োজনের ফলে পরিণত হতে পারেনি বা পারে না। আসলে শিক্ষা দানের বিষয় নয়, গ্রহণ বা অর্জনের অমূল্য সম্পদ। সেক্ষেত্রে ছাত্রের দারিদ্রমোচন করে নশ্চিত পাশের বন্দোবস্তেই শিক্ষার বিস্তার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাতে স্বাক্ষরতার হার বাড়ে, সাক্ষরতার হারও বাড়িয়ে দেখানো যায়, কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ঘটে না। আসলে শিক্ষার সঙ্গেই পরীক্ষার অবিচ্ছেদ্য

সম্পর্ক, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরীক্ষার গুরুত্বেই শিক্ষার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। সেই গুরুত্বকেই লঘু করে অকেজো করলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। পরীক্ষার লক্ষ্যে থাকে যাচাই আর বাছাই। প্রথমটির সঙ্গেই থাকে দ্বিতীয়টির যোগ। কতটা শিক্ষা হল থেকে সেই শিক্ষার পরবর্তী ধাপে উত্তরণ বিষয়ে মূল্যায়ন করাই সেই পরীক্ষার লক্ষ্য প্রসারিত হয়। সেক্ষেত্রে যাচাইকে গুরুত্ব না দিলে যাচাই যাচ্ছেতাই-এ পরিণত হয়, যা চাই তা কখনওই মেলে না। সেক্ষেত্রে বাছাই করার প্রক্রিয়াও স্বাভাবিক ভাবেই প্রবেশ অবাধের ছাড়পত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই অসার হয়ে পড়ে। পরীক্ষা থাকবে আর তাতে পাশফেল থাকবে না বা সবাইকে পাশ করিয়ে দিতে হবে, এ রকমের ধারণাই অশিক্ষামূলক। সেখানে তো শুধু নম্বর তোলার প্রতিযোগিতাই থাকে না,তাতে শিক্ষার্থীর আত্মসমীক্ষারও অবকাশ মেলে। নম্বরের ইঁদুরদৌড়ে কৃতিত্ব জাহিরের বাইরেও পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেক্ষেত্রে কী শিখলাম বা জানলাম থেকে কত শেখা বাকি বা কত অজানা থেকে গেছে তা নিয়ে ওয়াকিবহাল হওয়াটাও জরুরি। তাতে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে সাফল্যে পৌঁছানোই তার লক্ষ্য নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। তাতে নিজেকে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অসফলতা বিষয়ে আত্মসচেতনতাও জরুরি। শিক্ষা তো শুধু কত কিছু জানির পরিচয় নয়, কত কিছুই জানি না'র আবিষ্কারও। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ফেলের ভীতি দূর করে শিক্ষার বাধা দারিদ্রকে চিহ্নিত করলে তার সমাধান করা সহজ হয়, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ তাতে বাড়ে না, বরং পরীক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তার আকর্ষণহীনতার দূরত্ব বেড়ে চলে, শিক্ষা নেওয়ার সদিচ্ছাই হারিয়ে যায়। এমনিতেই যা পরীক্ষায় আসে না,তার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ থাকে না। সেখানে যে শিক্ষা পরীক্ষায় জরুরি নয়,তার প্রতি অনাগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার জুজু কাটিয়ে স্কুলছুটে রাশ টানার সিদ্ধান্তটি সাফল্য পেতে পারে না, তা পুনরায় পরীক্ষার প্রচলিত প্রথা ফিরিয়ে আনাতেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে শুধু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতেই নয়, সুবিধাজনক যে পদ্ধতিতেই হোক, প্রথম শ্রেণি থেকে সব ক্লাসেই পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার বিপক্ষে সবচেয়ে যে জোরালো যুক্তিটি সেদিন উঠে এসেছিল, তা হল পাশফেলের দৌরাত্মো গরিব ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা আরও বেশি স্কুলছুট হয়ে পড়বে, শিক্ষা থেকে পিছিয়ে যাবে। কথাটা যে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক, ইতিমধ্যেই তার। পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজ্যে ২০২০ থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে ফেল না করিয়ে পাশ করানো হলেও স্কুলছুটের প্রবণতা এখনও জারি। অন্যদিকে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে বেসরকারি স্কুলের আকর্ষণ ও বিস্তার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত নিবিড়। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে ওঠে। পরীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় শিক্ষকের নিয়মিত ক্লাস করা, সযত্নে পাঠদান করা, সিলেবাস। শেষ করা থেকে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সর্বত্র অনাগ্রহ ও অনীহা প্রকট হয়ে ওঠায় শিক্ষানিকেতনটাই নিয়ম রক্ষার অফিসে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষাকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা জরুরি। তাতে মাথা ব্যথা হলে মাথা না কেটে তার ওষুধ সন্ধানের মতো পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই আরও মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় এবং সময়োপযোগী করে তুললে আখেরে শিক্ষার আলোতে শিক্ষার্থী তার নিজের জীবনের পথ খুঁজে পাওয়ার স্বার্থেই স্কুলমুখো হবে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

18-01-26.pmd 1 18-01-2026, 23:23

রবিবার আগরতলা রেল পুলিশের জালে দুটি পিস্তল ও নেশার কফসিরাপ সহ দুই ব্যক্তি ধরা পড়ে।

লখনউতে ইন্ডিগো ফ্লাইটে বোমা হুমকি, টিস্যু পেপার নোট পাওয়ার পর জরুরি অবতরণ

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি: ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে বোমার হুমকি পাওয়ার পর রবিবার (১৮ জানুয়ারি) হড়কাম্প সৃষ্টি হয়। বোম্বের হুমকির পর বিমানের জরুরি অবতরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে বিমানটি পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয়েছে। সুত্র অনুযায়ী, তদন্তের পর কর্মকর্তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তবে সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা চলছে। এদিকে, টিস্যু পেপারটি নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

এই ঘটনা দিল্লি থেকে বাগডোগরা যাওয়া ইন্ডিগোর ফ্লাইট নম্বর ৬ই-৬৬৫০ সংক্রান্ত। পুলিশ জানিয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) এর মাধ্যমে তাদের কাছে খবর পৌঁছায় যে, ফ্লাইট চলাকালীন বিমানে বোমার হুমকি পাওয়া গেছে। এরপর বিমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে লখনউ এয়ারপোর্টে জরুরি অবতরণ করানো হয়। বিমানটি সকাল ৯:১৭ মিনিটে নিরাপদে লখনউ এয়ারপোর্টে অবতরণ করে এবং তারপর তাকে আইসোলেশন বে-তে পার্ক করা হয়।

পুলিশের মতে, প্রাথমিক তদন্তে বিমান থেকে একটি টিস্যু পেপারে হাতের লেখা একটি নোট উদ্ধার হয়, যেখানে লেখা ছিল "প্লেন মেইন বম"। এই নোটটির ভিত্তিতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তদন্তকে আরও গুরুতরভাবে এগিয়ে নেয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ফ্লাইটে মোট ২২২ জন যাত্রী এবং ৮ জন শিশু ছিলেন। এছাড়া, বিমানে ২ জন পাইলট এবং ৫ জন ক্রু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তা বিধি মেনে সব যাত্রী এবং ক্রু সদস্যদের বিমানের বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

ঘটনার পরপরই, বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড, অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এবং এয়ারপোর্ট প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বিমান এবং তার আশপাশের এলাকা গভীরভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করে। পুরো ঘটনাটির উপর পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি নিরন্তর নজরদারি বজায় রেখেছে। লখনউ কমিশনারেট পুলিশ স্পষ্ট করেছে যে, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এ ঘটনায় লখনউ এয়ারপোর্টে কিছু সময়ের জন্য উড়ান পরিচালনা প্রভাবিত হয়। নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, বোম্বের হুমকি দেওয়া ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিমানটিতে কিছুই সন্দেহজনক পাওয়া যায়নি। খুব শীঘ্রই মিথ্যা তথ্য দেয়ার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হবে।

ডি.কে. শিবকুমার দাভোস সফর বাতিল, কারণে হিসেবে আসাম নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস বৈঠক উল্লেখ করেছেন

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি: কংগ্রেস নেতা এবং কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে (ডব্লিউইএফ) অংশগ্রহণের জন্য তার পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করেছেন। শিবকুমার এই সিদ্ধান্তটি নেন দিল্লি এবং বেঙ্গালুরুতে সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে।

শিবকুমারের অফিস থেকে শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'ডেপুটি সিএমের আসাম বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়ে এআইসিসি (অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক রয়েছে এবং তিনি মঞ্জরেগা নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণাও চালাচ্ছেন। এর ফলে কর্ণাটক বিধানসভার বিশেষ পাঁচদিনের সেশন ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে।'

ডেপুটি সিএম শিবকুমার, যিনি বর্তমানে দিল্লিতে আসাম নির্বাচনের প্রস্তুতি বৈঠকে অংশ নিচ্ছিলেন, আজ সন্ধ্যায় কর্ণাটকের উত্তরাঞ্চলের বিদারে যাবেন। সেখানে তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী ভীমন্না খান্দ্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, যিনি গত রাতে ১০২ বছর বয়সে মারা গেছেন। এরপর, শিবকুমার রাতেই হায়দরাবাদ হয়ে দিল্লি ফিরবেন।

ডি.কে. শিবকুমারের দাভোস সফর বাতিল এবং দিল্লি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে শাসক দলের নেতৃত্বের স্থিতিশীলতা নিয়ে জল্পনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া এবং শিবকুমারের সাথে মঙ্গলবার রাতে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছিল, যা শিবকুমার এবং সিদ্ধারামাইয়ার মধ্যে চলমান শক্তির সংঘাতের বিষয়ে জল্পনা উসকে দিয়েছে।

২০২৩ সালের নভেম্বর ২০ তারিখে কংগ্রেস সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদ অর্ধেক অতিক্রম করার পর শাসক দলের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়েছে। এর মধ্যে শোনা গিয়েছে যে ২০২৩ সালে সরকারের গঠনকালীন সময়ে সিদ্ধারামাইয়া এবং শিবকুমারের মধ্যে একটি "শক্তি-বন্টন" চুক্তি হয়েছিল, যা এসব গুঞ্জনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

লরেন্স বিশ্নোই গ্যাংয়ের শুটার দিল্লিতে যৌথ পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি: লরেন্স বিশ্নোই গ্যাংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এক শুটারকে দিল্লি পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং রাজস্থান পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের নাম প্রদীপ শর্মা (২৩), তার ডাকনাম গুলু। তিনি আগ্রার বাসিন্দা এবং রাজস্থানের গাঙ্গানগর জেলার দুইটি গুরুতর অপরাধ মামলায় পলাতক ছিলেন। প্রথমিক তদন্তে জানা গেছে, শর্মা ২০২৫ সালের মে মাসে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিলেন। মুক্তিপণ না পাওয়ায়, তিনি লরেন্স বিশ্নোই গ্যাংয়ের সহযোগিতায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি চালান। পুলিশ জানায়, শর্মা অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহের সাথে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে একটি বিশাল অস্ত্রের চালান উদ্ধার করা হয়েছে, যা তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার জড়িত থাকার প্রমাণ দেয়। শর্মার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজস্থান পুলিশ শর্মাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও তদন্ত শুরু করেছে এবং তার অপরাধমূলক সিন্ডিকেটের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।লরেন্স বিশ্নোই, একজন কুখ্যাত গ্যাংস্টার, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে পাঞ্জাবের ফজিলকা জেলার দুতারানওয়ালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজ জীবনে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, পরবর্তীতে তিনি অপরাধ জগতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে ক্রিমিনাল আন্ডারওয়ার্ল্ডে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

২০১৫ সাল থেকে তিনি কারাগারে বন্দী আছেন, তবে অভিযোগ রয়েছে যে তিনি এখনও কারাগার থেকে গ্যাং পরিচালনা করছেন। লরেন্স বিশ্নোইর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে সেলিব্রিটি গায়ক সিধু মুসওয়ালা হত্যার অভিযোগও রয়েছে।

মৌনি অমাবস্যায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে লাখো ভক্তদের পবিত্র স্নান

প্রয়াগরাজ, ১৮ জানুয়ারি: উত্তর প্রদেশে আজ মৌনি অমাবস্যার দিন উপলক্ষে লাখো ভক্ত গঙ্গা, যমুনা ও মন্থন নদীর সঙ্গমস্থলে পবিত্র স্নান করতে ভিড় জমিয়েছেন। এটি ম্যাঘ মেলার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্নান, যা প্রতি বছর সঙ্গম তীরে অনুষ্ঠিত হয়।

আকাশবাণী সূত্রে জানা গেছে, ভক্তরা প্রভাতকাল থেকে সঙ্গমে এসে পবিত্র স্নান করছেন। বিভিন্ন আখড়ার সাধু-সন্ন্যাসী, বিশেষ করে কিন্নর আখড়ার সদস্যরা, আজ সঙ্গমে স্নান করেছেন।

এই বছর প্রশাসন ভক্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেছে। সঙ্গম তীরের জন্য ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঘাট প্রস্তুত করা হয়েছে, সাথে বিভিন্ন পন্টুন ব্রিজ, তাঁবু ও নিরাপত্তা চেকপোস্টও স্থাপন করা হয়েছে। গতকাল এক কোটি পঞ্চাশ লাখেরও বেশি ভক্ত সঙ্গমে পবিত্র স্নান করেছেন, এবং আজ প্রশাসন প্রায় ৩ কোটি ভক্তের স্নান করার প্রত্যাশা করছে।

প্রয়াগরাজের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, 'সব ব্যবস্থা পুরোটাই প্রস্তুত। পুলিশ ও প্রশাসন সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে এবং ভক্তদের জন্য সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।'

এছাড়া, অন্যান্য শহর যেমন বারাণসী, মির্জাপুর, হাপুর, অযোধ্যা এবং কানপুরেও ভক্তরা গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীতে স্নান করছেন এবং প্রার্থনা করছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালকে 'মহা জঙ্গলরাজ' বলে আক্রমণ করলেন, সিঙ্গুরে বিজেপি জনসভায় দাবি

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনকালে রাজ্যে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে 'মহা জঙ্গলরাজ' বলে কটাক্ষ করেছেন। সিঙ্গুরে বিজেপির জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি দাবি করেন, বিহারে যেখানে তারা জঙ্গলরাজ বন্ধ করেছে, সেখানে বাংলাতেও বিজেপি তৃণমূলের 'মহা জঙ্গলরাজের' অবসান ঘটাবে।

সভায় মোদি বলেন, 'এখানে সবাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, "আসল পরিবর্তন চাই।" ১৫ বছরের জঙ্গলরাজের অবসান চাই। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বিহারে জঙ্গলরাজ আটকেছে। এখন বাংলায় তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজের অবসান হবে। সবাই প্রস্তুত।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি সভায় আরো বলেন, 'আমার সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কি জানায় না, তারা তো সনিয়া গান্ধির সরকারের অংশ ছিল, তখন কেন এই কাজগুলি করা হয়নি?' মোদি তাঁর সরকারের বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং বাংলার সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

মোদি আরও বলেন, 'বাংলায় তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজের অবসান এবং বিজেপির সুশাসন খুবই জরুরি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহিলা এবং যুব সমাজকে সমাজে পরিবর্তনের মাধ্যম করেছিলেন। এখন বাংলার মা, বোন এবং যুব সমাজকে নিজেদের আওয়াজ জোরাল করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, তৃণমূল শাসনকালে বাংলায় মহিলারা নিরাপদ নয় এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা মাফিয়া ও দুর্নীতিবাজদের কব্জায় রয়েছে।

মোদি বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'এক জেলা এক পণ্য' নীতিতে জোর দেবেন বলেও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'হুগলি জেলার ধনেখালির শাড়ি, আলু, পেঁয়াজের মতো ফসলকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বাংলায় আইনের শাসন না থাকার অভিযোগ তোলেন এবং সিন্ডিকেট ট্যাক্স নিয়েও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'বাংলায় সিন্ডিকেট ট্যাক্সের জুলুম চলছেই। বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমরা এই সিন্ডিকেট ট্যাক্সের জুলুম বন্ধ করব।'

সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় বিপুল সংখ্যক বিজেপি সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লাস এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোদি তাঁর ভাষণে একবার আরও বলেন, 'বাংলায় এখন পরিবর্তনের সময় এসেছে। বিজেপি বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাজ্যের উন্নতির পথ সুগম করবে।'

এদিনের সভাটি বাংলায় বিজেপির শক্তি এবং আগামী নির্বাচনে রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু, এক নারী গুরুতর আহত

মহারাষ্ট্র, ১৮ জানুয়ারি : সোলাপুর-পুনে জাতীয় মহাসড়কে মহোলের দেবদারি পাটির কাছে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন পুরোহিত নিহত হয়েছেন এবং এক নারী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শনিবার রাত প্রায় ১১টায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দুর্ঘটনায় মৃতরা প্যানভেল থেকে আখলকোট মন্দিরে যাওয়ার পথে ছিলেন। তাদের একান্ত প্রার্থনার যাত্রা পরিণত হয় এক বিভীষিকায়, যখন গতি বেড়ে গিয়ে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা মারে। গাড়ির পাঁচজন আরোহী ঘটনাস্থলেই নিহত হন, এবং একমাত্র জীবিত নারীকে গুরুতর আহত অবস্থায় মহোল সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

'বিহারের আইন-শৃঙ্খলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ': তেজস্বী যাদব, পাটনায় নীট পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর পর নীতিশ সরকারের সমালোচনা

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি: বিহারে একটি নীট পরীক্ষার্থী ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু ও রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে নীতিশ কুমারের সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধী নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে সরকারকে 'নির্মম' ও 'অমানবিক' হিসেবে আক্রমণ করেছেন।

তেজস্বী যাদব এক পোস্টে লেখেন, 'বিহারে আইন-শৃঙ্খলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা এবং এনডিএ সরকারের ডবল ইঞ্জিন এখন অপরাধী, ধর্ষক এবং দুর্নীতিবাজদের হাতে বিশ্বস্ত হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।' রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তার দলের বড় হার হওয়ার পর, তিনি আরও বলেন, 'অনুভূতি বিহীন নীতিশ কুমারের সরকার ভোট কেনার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে এবং তারা রাজ্যের মেয়েরা ও মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে।' তিনি মাধেপুরা, খাগড়িয়া ও পাটনায় ঘটে যাওয়া ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার ঘটনা তুলে ধরেন এবং সরকারের সম্ভাব্য চেষ্টা গুলি চাপা দেওয়ার অভিযোগ করেন। 'বিহারের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা অপরাধমূলক। সংবাদমাধ্যমও জানে না কবে শেষবার মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাথে কথা বলেছেন।'তেজস্বী যাদব আরও বলেন, 'যন্ত্রচালিত সরকারের অত্যাচার বাড়ছে। যদি অপরাধী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের অত্যাচার বন্ধ না করা হয়, তাহলে জনগণ দেখিয়ে দেবে কিভাবে লড়াই করতে হয়।'

বিহারে রাজনৈতিক হইচইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এক নীট ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু। এই ছাত্রীর বাড়ি ছিল জেহানাবাদ-এ এবং তিনি পাটনার একটি প্রাইভেট হোস্টেলে থাকতেন। গত মাসে হোস্টেলে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলেন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১১ জানুয়ারি তার মৃত্যু ঘটে। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে, তিনি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু প্রথমদিকে পুলিশ এই অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এখন বলা হয়েছে যে, যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। এই ঘটনা নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে।

এদিকে, এই ঘটনার পর পাটনায় রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে। জনসুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও রাজনৈতিক কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোর-এর বাবা-মায়ের সঙ্গে পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন যে, প্রশাসনিক স্তরে কোনো ভুল না থাকলে, এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হতো না। 'যদি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হয় এবং পরিবারের সদস্যরা সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে আমরা আরও পদক্ষেপ নেব। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভিকটিমের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার,' তিনি জানান।

স্বতন্ত্র সাংসদ পাপ্পু যাদব এবং বিকাশশীল ইনসান পার্টির সভাপতি মুকেশ সাহনি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিংসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মানিকর্নিকা ঘাটের "ভুয়া" ছবি ছড়ানোর অভিযোগ

বারাণসী, ১৮ জানুয়ারি: বারাণসী পুলিশ সঞ্জয় সিং সহ আটজনের বিরুদ্ধে মানিকর্নিকা ঘাটে পুনর্নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত ভুয়া ছবি, ভিডিও এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের অভিযোগে আটটি এফআইআর দায়ের করেছে।

মানিকর্নিকা ঘাট হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রাচীন এবং পবিত্র শ্মশানস্থল হিসেবে পরিচিত। এখানে শ্মশানকাজ সম্পন্ন হলে "মোক্ষ" লাভের বিশ্বাস রয়েছে, যা ঘাটটিকে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং এফআইআর দায়ের হওয়ার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দাবি করেছেন যে, মানিকর্নিকা ঘাটের পুনর্নির্মাণ কাজের ফলে ঘাটের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, মন্দির ভাঙা হয়েছে এবং আহিল্যাবাই হোলকরের একটি মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে সন্ন্যাসী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রতিবাদ করেছেন।

সঞ্জয় সিং আরও অভিযোগ করেছেন যে, তিনি এই বিষয়টি উত্থাপন করায় তাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে, তাকে ভয় দেখানো যাবে না।

ঘাটের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একাধিক প্রতিবাদ হয়েছে, যেখানে অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে আহিল্যাবাই হোলকরের শতবর্ষী মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু জেলা প্রশাসন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ গৌরব বনসাল জানিয়েছেন, আটটি মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই মামলাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া এবং বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ছড়ানোর অভিযোগ, যার মধ্যে ছিল এআই-জেনারেটেড ছবি ও ভিডিও যা ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত করার উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি) আতুল অঞ্জন ত্রিপাঠি জানিয়েছেন যে, পুলিশ তদন্তে পেয়েছে যে, মানিকর্নিকা ঘাট নিয়ে একটি ভুয়া ভিডিও তৈরি করা হয়েছে, যা এআই দিয়ে তৈরি এবং ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়েছে। এআই-জেনারেটেড ছবিগুলিও শেয়ার করা হয়েছে, যার ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

এই আটজনের মধ্যে সঞ্জয় সিং, স্বতন্ত্র সাংসদ পাপ্পু যাদব এবং কংগ্রেসের জস্মিদর কৌর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে যে, এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে 'সংগঠিত প্রচেষ্টা' হয়েছে, যেখানে শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা কনটেন্টই নয়, তা পুনরায় শেয়ার এবং 'আপত্তিকর' মন্তব্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

এই বিষয়ে একটি অভিযোগ করেছেন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা মনো, যিনি মানিকর্নিকা ঘাটে শ্মশান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করছেন। তার অভিযোগ অনুযায়ী, ১৬ জানুয়ারি একটি এক্স ব্যবহারকারী এআই-জেনারেটেড ছবি শেয়ার করেছেন, যা বিকৃত তথ্য প্রদান করে এবং হিন্দু ভক্তদের বিভ্রান্ত করেছে। ডি.সি.পি. গৌরব বংশাল বলেছেন, মিথ্যা তথ্য শুধু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে নয়, বরং সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেও ছড়ানো হয়েছে। 'এই কনটেন্ট ছড়ানো সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে,' তিনি যোগ করেন। এদিকে, কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি 'যোগী-মোদী সরকারের' বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দাবি করেছে যে তারা বারাণসীর ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ২৭০১ কোটি রুপি লাভ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি: ভারতের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৭০১ কোটি রুপি প্রফিট আফটার ট্যাক্স রেকর্ড করেছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডগুলির বিভাজন ও কর্পোরেটকরণের পর থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলির প্যাট সবসময়ই নেতিবাচক ছিল। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ইতিবাচক ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, বিশেষত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৬৭,৯৬২ কোটি রুপি ক্ষতির তুলনায়।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল বলেন, 'এটি বিতরণ খাতের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা, এবং এই সাফল্যটি সেই সব পদক্ষেপের ফলস্বরূপ যা বিতরণ খাতের সমস্যাগুলি সমাধান করতে নেওয়া হয়েছে।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকার এই খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে বিদ্যুৎ খাত দেশের বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নত ভারতের যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।'

KUMARGHAT, UNAKUTI, DISTRICT
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-67/EE/RD/KGT/DIV/TEN/ 2025-26 Dated 16/01/2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 27/01/2026 for 01 (one) number work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail-een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-3896/26

Engineer RD Kumarghat
Division Kumarghat,
Unakoti, District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/EE-JRN/PWD/2025-26 Dated: 15-01-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27-01-2026 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 78/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,89,540.00	Rs 47,791.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 79/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,89,540.00	Rs 47,791.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 80/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,89,934.00	Rs 47,797.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 81/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 24,17,206.00	Rs 48,344.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 82/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,81,220.00	Rs 47,624.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 83/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 24,21,323.00	Rs 48,426.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 16-01-2026 to 27-01-2026.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 27-01-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 27-01-2026 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-3873/26

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B) Jirania,
West Tripura eejirania@gmail.com

রবিবার আগরতলায় একটি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মৃতির শৈশব

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

একমনে জানলার ধারে অনেকক্ষন ধরে ভেবেই চলেছে আহানা । খেতে এসো আহানা বলে বেশ কয়েকবার ডাক সীমা মাসির ।

'হ্যাঁ' যাচ্ছি, বলে যেন সম্বিৎ ফিরল আহানার। ছোট থেকেই সে সীমা মাসির কোলে পিঠে করে মানুষ । মা স্কুলে বেরিয়ে যেত, আর বাবা তো নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। চা বাগানের সেলস ম্যানেজার বাবা। তাই কখনো জলপাইগুড়ি তো কখনও বা আবার শিলিগুড়ি এইভাবেই উত্তরবঙ্গের একাধিক চা বাগানগুলিতে ঘুরে বেড়াতে হতো তাকে। আর মা তো নিজের জীবন, নিজের সংসার, নিজের সন্তান অপেক্ষা স্কুলকেই যেন বড্ড বেশি ভালোবাসে।

আজ মালদার ঘরের জানলার ধারের আম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে অনেকটা সময় কি করে যে কেটে যায় আহানার কে জানে। জল খাবারে প্যাটিস, জুস আর পেস্ট্রি। সীমা মাসি আগে তো জল খাবারে লুচি, ফুলকপির তরকারি আর মিষ্টি থাকতো উ আমি কলেজে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত বাড়িতে নিয়মিত জল খাবারে এই পদগুলি হতো। তারপর সেই যে আমি কলকাতায় পড়তে চলে গেলাম, হস্টেলে শিফট হয়ে গেলাম তারপর থেকে আর সেই খাবারগুলিও যেন ক্রমশ ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে শুরু করল।

আগে তাও হাজারও ব্যস্ততার মাঝে খাবার টেবিলে বাবা-মায়ের একসঙ্গে দেখা পাওয়া যেত। এখন তো সেটাও যেন বন্ধ। যে যার কাজের জগতে মরীচিকার মতো ছুটছে। সীমা মাসি আর একটা প্যাটিস হবে গো ? কখনও বাজার থেকে প্যাটিস সীমা মাসি নিজেই কিনে আনে তো কখনও বা আবার নিজে থেকেই আহানা আসবে বলে বানিয়ে রাখে। অথচ ছোটবেলায় মা আহানাকে কত যত্ন করেই না খাওয়াতো। মুখে লুচি পুড়ে দিত, মাথার গোড়ায় না খাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো।

খাওয়া শেষে, সীমা মাসি মা কোথায় গিয়েছে গো? দিদি তো তার স্কুলের মেয়েদের নিয়ে এক্সকারশনে গিয়েছে গো। দু'দিনের ট্যুর । আর বাপি কবে ফিরবে গো? দাদা তো কয়েকদিন আগেই বাইরে গিয়েছে । আবার কোথাও যেন একটা হারিয়ে যায় আহানা । না বাড়ির পিছনের বাগানটাও ঠিক আর আগের মত নেই । নারকেল গাছগুলোও যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে । বট গাছেও একগাদা ঝুরি নেমে এসেছে । অথচ এই বাগানেই ছোটবেলার কত স্মৃতি জমে আছে আহানার । কখনও মা ভাতের থালা নিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে গাছ চেনাতো তো কখনও বা আবার সীমা মাসি পিছন পিছন আহানার সঙ্গে দৌড়াতো । বাগানে আহানার সঙ্গে গাছের ফাঁকে ফাঁকে খেলতো লুকোচুরিও। সদ্য কলেজে পা দেওয়া আহানা বয়সের দিক থেকে বেশি বড়ও না হলেও মনের দিক আজ সত্যিই যেন অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতে দু-চারদিন এইভাবেই কেটে গেল। না আজ যেন বাড়িটা সত্যিই বড়ও গমগম করছে। মা-বাপি সব নিজের নিজের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে এসেছে । কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে মানুষ বড্ড বেশি যেন একপেশে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে এসেও সবাই যেন যে যার মুঠো ফোন নিয়ে ব্যস্ত । না আজ এই বাড়িটাও যেন নিমেষের মধ্যে আহানার কাছে অচেনা হয়ে গিয়েছে । ব্যাগ গোছাতে হবে। পরশু ভোরেই তো ট্রেনে চাপতে হবে।

অবশেষে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহানা তার বাড়ি, চারপাশের বাগান একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল। সীমা মাসিকে প্রণাম করে সাবধানে থেকো আর বাড়িটার যত্ন নিও । মা-বাপিকে আর ডাকতে হবে না। আমি পৌঁছে ফোন করে দেব। সত্যিই সময় বদলায় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও যেন বদলে যায় । আর একেই আধুনিক ভাষায় মনে হয় বলে "প্রফেশনাল" । ট্রেন ছেড়ে দেয়, আবার ভাবনার কোন অতল গভীরে তলিয়ে যায় আহানা।

চিনি উৎপাদনে আখের বিকল্প হতে পারতো যে ফসল

বাংলাদেশে যতটুকু চিনি উৎপাদন করা হয় তার পুরোটাই তৈরি হয় আখ থেকে। যদিও দেশে চালু থাকা নয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কলে যে পরিমাণ চিনি উৎপাদন হয়, তা বাংলাদেশের বার্ষিক চাহিদার পাঁচ শতাংশেরও কম।

কিন্তু গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই চিত্র পরিবর্তন করা সম্ভব আখের পাশাপাশি নতুন ফসল সুগারবিট থেকে চিনি তৈরি করে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা দেশের মাটিতে সফলভাবে সুগারবিট উৎপাদন করেছেন। এই ফসলের উৎপাদন সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে তারা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সুগারবিট থেকে আখের চেয়ে কম সময়ে চিনি উৎপাদন করা সম্ভব। তবে সুগারবিট চাষের পরীক্ষামূলক প্রকল্প সফল হওয়ার পর বাণিজ্যিকভাবে চাষের প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও বাংলাদেশে শেষ পযর্ন সুগারবিট চাষ ও সুগারবিট দিয়ে চিনি তৈরির কার্যক্রম আলোর মুখ দেখেনি।

সুগারবিট কী?

সুগারবিট অনেকটা মিষ্টি আলু জাতীয় একটি উদ্ভিদ, যেটির মূলে উচ্চ মাত্রায় সুক্রোজ থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশেই সুগারবিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে সাদা চিনি উৎপাদন করা হয়। সাদা চিনির পাশাপাশি গুড় ও লাল চিনিও তৈরি হয়ে থাকে সুগারবিট থেকে। সুগারবিটের মূলকে কুচি কুচি করে কেটে এটিকে পানির সাথে মিশিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জাল দিলে এর ভেতরে থাকা চিনি নির্গত হয়ে পানির সাথে মিশে যায়। তারপর সেই পানিকে সিদ্ধ করলে এক পর্যায়ে দানাদার চিনি পাওয়া যায়। সুগারবিট সাধারণত শীত প্রধান দেশের ফসল হলেও নাতিশীতোষ্ণ এলাকাতেও এটি হয়ে থাকে। গবেষকরা বলছেন, আখ উৎপাদন করতে এক বছর সময় লাগলেও সুগারবিট শীতের পাঁচ মাসেই উৎপাদন করা সম্ভব। পাশাপাশি আঁখের সাথে একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবেও সুগারবিট উৎপাদন করা সম্ভব। আখের তুলনায় সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনে কিছুটা বেশি খরচ হয়। আখের ক্ষেত্রে ফসলের রস নিয়ে সেটিকে তাপ দিয়ে চিনি উৎপাদন করা হয়। তাপ দেয়ার ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে আখের বাকি অংশই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। আর সুগারবিটের ক্ষেত্রে বিটকে ছোট করে কেটে সেটিতে পানি মিশিয়ে তাপ দিয়ে চিনি আলাদা করা হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। বিশ্বের মোট উৎপাদিত চিনির ৮০ ভাগই আসে আখ থেকে। সবচেয়ে বেশি চিনি উৎপাদন করে ব্রাজিল আর ভারত।

বাংলাদেশে সুগারবিট চাষ

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১০-১১ থেকে প্রায় আট বছর বাংলাদেশে সুগারবিট উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাই করে। এই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চিনি কলের জমিতে আখ চাষীদের সুগারবিট চাষের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই গবেষণার সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন কৃষি গবেষক সোহরাব হোসেন, যিনি বর্তমানে ঠাকুরগাওঁয়ের ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। মি. হোসেন বলছিলেন, "প্রায় আট বছর তিন ধাপে গবেষণা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, বাংলাদেশে সুগারবিট উৎপাদন করা সম্ভব। উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি দক্ষিণের লবণাক্ত পানির অঞ্চলেও সুগারবিট চাষ করেছি।" দেশে ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১২টি চিনি কল এলাকায় এক হাজারের বেশি আখ চাষীকে সুগারবিট উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পাইলট প্রকল্পের অধীনে। এই প্রশিক্ষণের পুরোটাই ছিল গবেষণা প্রকল্পের অংশ, তাই এ সময় আখ চাষীদের জমিতে সুগারবিট চাষ না করে চিনি কলের নিজস্ব জমিতে এই গবেষণা চালানো হয়। গবেষণার সাথে জড়িত থাকা ব্যক্তিরা বলছেন, জমিতে ফলন এবং চিনি উৎপাদনের হার — দুই হিসেবেই আখের চেয়ে বেশি লাভজনক সুগারবিট। 'এক একর জমিতে ৩০ থেকে ৪০ টন সুগারবিট উৎপাদন করা সম্ভব, যেখানে এক একর জমিতে বাংলাদেশে ২০-২৫ টন আখ উৎপাদন করাই কঠিন হয়ে পড়ে,' বলছিলেন কৃষিবিদ সোহরাব হোসেন। "আখের ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে, কারও জমিতে অনেক ফলন হয় আবার কারও জমিতে খুব কম ফলন হয়। কিন্তু সুগারবিট প্রায় সব জমিতেই একই ধরণের ফলন হয়।" এছাড়া সুগারবিটে আখের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি থাকে। একশো কেজি আখ থেকে যেখানে সর্বোচ্চ সাত কেজি চিনি উৎপাদন করা সম্ভব, একই পরিমাণ সুগারবিট থেকে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ সেখানে ১২ থেকে ১৩ কেজি হয়ে থাকে। সোহরাব হোসেন বলছিলেন, উৎপাদনশীল জাতের আখের অভাব, সময়ের আগে বা পরে আখ কাটা, চিনি কলে পৌঁছানোর আগে আখ শুকিয়ে যাওয়া, কারখানার ভুলত্রুটি — এরকম নানা কারণে বাংলাদেশে যে পরিমাণ আখ উৎপাদন হতে পারে, সেটা তা হয় না। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকরা দুই ধরনের সুগারবিটের জাতও উদ্ভাবন করে যেগুলো বাংলাদেশের লবণাক্ত মাটিতে সহজে, কম খরচে চাষ করা যায়। কৃষকরা যা বলছেন বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় চিনি কলে পরীক্ষামূলকভাবে সুগারবিট চাষ করা হলেও কৃষকরা নিজে থেকে সুগারবিট চাষ করেননি। চাষের ক্ষেত্রে বীজ দেয়া থেকে শুরু করে চাষ পরবর্তী সার্বিক সহায়তাও সবসময় ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। আর বাংলাদেশে এই ফসলের বাজার না থাকায় এর নির্ধারিত বাজারমূল্যও নেই। তবে কয়েকজন কৃষক নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা পোষণ করেন যে ফসল সময়মত বিক্রি করা গেলে সুগারবিট চাষ বেশ লাভজনক হতে পারে।

ঠাকুরগাঁওয়ের একজন আখ চাষী রফিকুল হোসেন বলছিলেন যে সুগারবিট চাষে কম সময় লাগা এবং অন্য ফসলের সাথে একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা সম্ভব হওয়ায় এর চাষ বেশ লাভজনক হবে বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলছিলেন, "এক বিঘা জমিতে চাষ করতে ১৪-১৫ হাজার টাকার মতো খরচ হয়, বেশি সেচও লাগে না। এই খরচে এখান থেকে প্রায় দ্বিগুণ লাভ করা সম্ভব।" ঠাকুরগাঁও ছাড়াও গাইবান্ধা, পাবনা, সাতক্ষীরার মতো যেসব অঞ্চলে কৃষকদের সুগারবিট চাষে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই সুগারবিট চাষ চালিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে সুগারবিট চাষ এবং এর থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য ঠাকুরগাঁও চিনি কলকে আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে ২০১৬ সালে কয়েকশো কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজাহান কবির জানান যে প্রাথমিক ধাপের পরে ঐ প্রকল্পটির আর কোনও অগ্রগতি হয়নি। চিনি কলের তালিকাভুক্ত আখ চাষীদের সুগারবিট চাষে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রমও গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে বলে জানান তিনি।

খালি পেটে লেবু জলডিটক্স না ড্যামেজ?

লেবু জল দাঁতের সমস্যা যেমন ক্যাভিটি,দাঁতের ব্যথা এবং মাড়ির ব্যথা মত সমস্যার সমাধান করতে পারে একনিমেষে। লেবুর জল খেলে প্রস্রাব হয় ভাল। শরীর থেকে টক্সিন এবং বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়। আর তাই লেবু জল খেলে পাবেন পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল ত্বক। এই ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী হজমের সমস্যার সমাধানেও লেবু জলের জুড়ি মেলা ভার। খালি পেটে লেবু জল পান করলে আপনার হজমশক্তি বাড়বে। যাঁরা বদহজমের সমস্যায় ভোগেন তাঁদের জন্য দারুণ কাজ করবে এই লেবু।

ফিটনেস ফ্রিকরা মনে করেন, সকাল উঠে খালি পেটে উষ্ণজলে পাতিলেবুর জল মিশিয়ে খেলেই পেট থেকে চর্বি হবে দূর। বহু বছরের পুরনো টোটকা নাকি বহু সমস্যার সমাধান! আদপেও কি এই টোটকা কাজ করে, নাকি শরীরের জন্য বিষ? স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় , প্রতিদিন সকালে লেবু জল পান করা আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করতে সক্ষম , রোগগুলি দূরে রাখে। লেবুর উচ্চ ভিটামিন সি উপাদান ঠান্ডা প্রতিরোধ করে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে,যা নার্ভ ভাল রাখে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, এছাড়াও শরীরের অম্লতার মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ঘনঘন অসুস্থ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এই পাতিলেবুর জল। লেবু জল দাঁতের সমস্যা যেমন ক্যাভিটি,দাঁতের ব্যথা এবং মাড়ির ব্যথা মত সমস্যার সমাধান করতে পারে একনিমেষে। লেবুর জল খেলে প্রস্রাব হয় ভাল। শরীর থেকে টক্সিন এবং বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়। আর তাই লেবু জল খেলে পাবেন পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল ত্বক। এই ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী হজমের সমস্যার সমাধানেও লেবু জলের জুড়ি মেলা ভার। খালি পেটে লেবু জল পান করলে আপনার হজমশক্তি বাড়বে। যাঁরা বদহজমের সমস্যায় ভোগেন তাঁদের জন্য দারুণ কাজ করবে এই লেবু।

এই ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, তবে এই লেবু জল ভুল সময়, ভুল পন্থায় পান করলে আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে বিষ! বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছে, যাঁদের অ্যাসিডের মত সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে খালি পেটে লেবু জল বিষ, দাঁতের এনামেলের ক্ষয় হয় লেবু জল খেলে। মুখে ঘা থাকলে বাড়িয়ে তোলে লেবু। ওষুধের সঙ্গে বিষক্রিয়া করে লেবু। কী কী মেনে চললে বিষক্রিয়া হবে না?

সর্বদা হালকা গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। পান করার পরপরই দাঁত ব্রাশ করবেন না। দিনে একবারের বেশি লেবু জল খাবেন না। স্ট্র দিয়ে পান করলে এনামেল রক্ষা পাবে। আলসার বা তীব্র অ্যাসিডিটি থাকলে একদম খাবেন না। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

শীতে খেজুর খাওয়ার ৬ উপকারিতা

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই এমন খাবার খোঁজে যা আমাদেরকে ঠাণ্ডা প্রতিরোধে সাহায্য করার জন্য উষ্ণতা এবং পুষ্টি প্রদান করে। একটি ছোট, মিষ্টি ফল তার পুষ্টিতে ভরপুর শক্তির জন্য আলাদা, নাম তার খেজুর। এটি কেবল সুস্বাদু ফলই নয়, খেজুর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অবিশ্বাস্য উপকারিতা নিয়ে আসে। খেজুর খাওয়ার অনেক উপকারিতা আছে। তবে শীতে খেজুর খেলে আপনি বেশি উপকৃত হবেন। অনেকেই ভাবেন খেজুরে ক্যালোরি বেশি এ কারণে খাওয়া উচিত নয়। তবে মনে রাখবেন কোনো খাবারই কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া ভালো নয়, তবে আপনি যদি পরিমিত খান খেজুর তাহলে লাভবান হবে। প্রতিদিনের শীতকালীন রুটিনে মাত্র দুটি খেজুর রাখলে অনেকগুলো স্বাস্থ্য সুবিধা পাবেন। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক শীতকালে খেজুর খেলে কী কী উপকার পাবেন- ১. শীতের দিনে শরীরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে খেজুর। এ ছাড়া দূর করে আলস্য। আপনাকে সক্রিয় রাখে। ভরপুর পুষ্টির জোগান দেয়।

২. খেজুরে থাকে পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ও কপার বা তামা। এই ৪ উপকরণ হাড়ের গঠন সুদৃঢ় করে। হাড় মজবুত করার পাশাপাশি হাড় সংক্রান্ত ব্যথা, অন্যান্য সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে।

৩. শীতে তাপমাত্রা ওঠানামার কারণে অনেকেরই দৈহিক তাপমাত্রা কমে যায়। এক্ষেত্রে ঠান্ডা কাটিয়ে শরীর উষ্ণ বা গরম রাখতে অর্থাৎ দৈহিক তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে খেজুর। ৫. প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ থাকে খেজুরের মধ্যে। ফলে শীতের দিনে খেজুর খেলে আপনি এনার্জি পাবেন।

এই ড্রাই ফ্রুটস এনার্জি বুস্টার হিসেবে কাজ করবে শীতে। আপনার শারীরিক ক্লান্তি, অবসন্ন ভাব দূর করে আপনাকে এনার্জি দেবে, চাঙ্গা রাখবে। ৬. খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। ফলে খেজুর খেলে হিমোগ্লোবিন সঠিক মাত্রায় বজায় থাকবে। এ ছাড়া ফাইবার সমৃদ্ধ খেজুর হজমশক্তি ভাল রাখে, অম্লের সমস্যা দূর করে। জানলে অবাক হবেন, খেজুরের মধ্যে থাকে সলিউয়েবল ও নন-সলিউয়েবল, দু'ধরনের ফাইবার। যা দীর্ঘক্ষণ আপনার পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

আলুর আর টমেটো ভর্তা

আলু খুব পাতলা আর ঝিরি করে কাটা, তেঁতুলের কাই, স্বাদমতো চিনি, সামান্য নুন, কাটখোলায় ভাজা জিরা আর মৌরিগুঁড়ো, অল্প তেল এবং গোটা সরষে, শুকনোলঙ্কা একটা।

উপকরণ আলু খুব পাতলা আর ঝিরি করে কাটা, তেঁতুলের কাই, স্বাদমতো চিনি, সামান্য নুন, কাটখোলায় ভাজা জিরা আর মৌরিগুঁড়ো, অল্প তেল এবং গোটা সরষে, শুকনোলঙ্কা একটা।

প্রণালী-কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করে সরষে এবং গোটা শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বার হলে আলু দিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে দিন।

ফুটে উঠলে এর মধ্যে নুন, তেঁতুলের কাই দিন, কিছু সময় পরে স্বাদমতো মিষ্টি দিন। আলু সেদ্ধ এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে নামাবার আগে ওপর থেকে ভাজামশলা ছড়িয়ে দিন। এবং ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন।

টমেটো ভর্তা- ভর্তাটি করার জন্য টমেটো পুড়িয়ে নেওয়া হয় প্রথমে। এই ভর্তা করতে লাগে-টমেটো প্রয়োজন মতো, পেঁয়াজকুচি, শুকনোলঙ্কা, সরষের তেল, স্বাদমতো নুন ও ধনেপাতা

উপকরণ— এই ভর্তাটি করার জন্য টমেটো পুড়িয়ে নেওয়া হয় প্রথমে। এরপর বাকি উপকরণ যোগ হয়। এই ভর্তা করতে লাগে-টমেটো প্রয়োজন মতো, পেঁয়াজকুচি, শুকনোলঙ্কা, সরষের তেল, স্বাদমতো নুন ও ধনেপাতা।

প্রণালী-একটা তাওয়ায় টমেটোগুলো রেখে মাঝারি আঁচে পুড়িয়ে নিতে হয়। যখন দেখবেন চারপাশে কালো রঙ হয়ে এসেছে এবং টমেটো নরম হয়ে গেছে, সেই পর্যায়ে আঁচ থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে টমেটোর খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। এখন একটি শিক বা কাঁটা চামচে কয়েকটি শুকনোলঙ্কা আঁচে পুড়িয়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে পেঁয়াজ, পোড়ানো শুকনোলঙ্কা, নুন সরষের তেল ও ধনেপাতা একসঙ্গে মেখে নিন। এরপর এই মিশ্রণের সঙ্গে টমেটো মিশিয়ে নিলেই তৈরি মজাদার টমেটোর ভর্তা।

দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে "স্লিপ ডিস্ক" বা "ডিস্ক প্রোল্যাপ্স" এর সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি চাপ পড়তে পড়তে এক সময় পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু করে। এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট লাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় "অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্স"। অনেক সময় নীচু হয়ে হ্যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, বা না জেনেবুঝে ব্যায়াম করতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও ওবেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে পারে। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় "ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্স"। এই অসুখে প্রথম দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ কম থাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে পাত্তা দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে জটিল হয়ে উঠতে থাকে এই ব্যথা। এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায়, হাঁটতে গেলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াতে বা বসতে গেলেও হয়।রোগ ঠেকাতে যা যা করণীয় : চিকিতসকদের মতে, স্লিপ ডিস্ক ঠেকাতে প্রতিদিনের জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলাটা একান্তই দরকার। যেমন : ওজন ও ভুঁড়ি ঠিক রাখুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, কোমরের পেশি সবল করার ব্যায়াম করুন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় কোমর ও শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টিভি দেখা যত কমানো যায়, ততই ভালো। কোমরে ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যাক রিল্যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হলে কোমরের কাছে সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে সোজা বসুন। একটানা বসে না থেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এতে সমস্যা কম হয়। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব ভালো কাজ হয়। মেয়েরা ৪৫ আর ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান। চিকিতসকের পরামর্শ মতো হাড় মজবুত রাখার ওষুধও খেতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন। অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা হয়। কাজেই অভ্যেস বদলান। মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই তা না পারলে এক থেকে দেড় পেগের বেশি একেবারেই চলবে না।হাড় সবল করতে কী কী খাবেন? হাড় সবল করতে আমিষ খাবারের জুড়ি নেই। বিশেষ করে ডিম, কাঁটা সমেত স্যামন, সারডিন ও ছোট মাছ রাখুন ডায়েটে। এর সঙ্গে দুধ ও দুধের খাবার, মাশরুম, কড লিভার অয়েল, মাখন, ঘি, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, কুমড়ো পাতা, টোফু, পোস্ত ইত্যাদিও রাখতে হবে খাবার পাতে। এর পরেও রোগের হানা দেখা দিতে পারে। তেমনটা হলে কী কী উপায়ে তার সঙ্গে যুঝবেন তা জেনে রাখা দরকারি।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বিশ্রাম, সামান্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা কমে যায়। তবে যদি তীব্র ব্যথার সঙ্গে পায়ে জোর পাওয়া না যায়, আঙুল নাড়ানো বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে এমআরআই স্ক্যান করে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে কয়েকটি নিয়ম ও সামান্য ওষুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের অপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক হাড়ের খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাকে কেটে নার্ভকে চাপমুক্ত করা। খুব একটা কাটাছেঁড়া করতে হয় না এতে। কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, কখনও ছোট্ট ফুটো করে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন হয়। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বড় অপারেশন করাতে হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশনের পর সমস্যা কমে যায়।

রবিবার অল ত্রিপুরা মাচেন্ট এসোর উদ্যোগে নেশা মুক্ত ত্রিপুরার উপর একটি ট্রফি আয়োজিত হয়।

ইরানে গণবিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়েছে, দাবি রিপোর্টে

তেহরান, ১৮ জানুয়ারি: ইরানে গত কয়েক মাসে চলা গণবিক্ষোভের মধ্যে অন্তত ১৬ হাজার ৫০০ মানুষের মৃত্যুর খবর উঠে এসেছে, যা সরকারিভাবে জানানো ১ হাজারের তুলনায় বহুগুণ বেশি। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিক্ষোভ দমন করতে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী নির্যাতন ও আক্রমণের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, যা ইরানের জনগণের উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইরানে ৩ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন। আমির পারাস্তা নামের এক ইরানি চিকিৎসক জানান, প্রাথমিকভাবে বিক্ষোভ দমাতে রবার বুলেট ব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু খামেনেইয়ের নির্দেশে এখন ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী সরাসরি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করছে। তাতে শটগান, রাইফেল ও মেশিন গান ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে বহু মানুষের মাথা, বুক ও কাঁধে গুলি লাগে।

আমির পারাস্তা, যিনি একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, জানিয়েছেন যে, গুলির আঘাতে প্রায় ৭০০ থেকে ১,০০০ মানুষ তাদের চোখ হারিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটা শুধু আহত হওয়ার বিষয় নয়, পুরো সমাজের উপর একটি ভয়াবহ আঘাত এসেছে। " তিনি আরও জানান, যে সকল রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই রক্তের অভাবে মারা যাচ্ছেন।

ইরানে এই হত্যাযজ্ঞের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠেছে, এবং একাধিক দাবি ওঠেছে যে, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও কট্টরপন্থী ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করছে। নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে খামেনেই প্রশাসন নিষ্ঠুর দমননীতি গ্রহণ করেছে, যার ফলস্বরূপ অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিকে, দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক তার ব্যবস্থা চালু করেছে, যার মাধ্যমে আমির পারাস্তা সহ অন্যরা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন।

মানবাধিকার সংগঠন এইচআরএএনএ সম্প্রতি দাবি করেছে, ইরানে বিক্ষোভের মধ্যে মৃতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে। তবে এক প্রতিবেদন জানাচ্ছে, সরকারির দেয়া মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজার হলেও আসলে সেটি ১৬ হাজারের বেশি। মৃতদের মধ্যে শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও রয়েছেন, যা আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সরকার ইরানের এই দমননীতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং দ্রুত পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ে আগামী দুই বছরে ৭ হাজার ৯০০ কিলোমিটার ট্র্যাক নবীকরণের পরিকল্পনা

নয়া দিল্লি, ১৮ জানুয়ারি: ভারতীয় রেলওয়ে আগামী দুই বছরে ৭ হাজার ৯০০ কিলোমিটার ট্র্যাক নবীকরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আজ রেল মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২৬) ৭ হাজার ৫০০ কিলোমিটার ট্র্যাক নবীকরণ কাজ চলমান রয়েছে এবং গত অর্থবছরে ৬ হাজার ৮০০ কিলোমিটার ট্র্যাক নবীকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রেল মন্ত্রণালয় আরও জানায়, গত ১১ বছরে রেলওয়ে তার ট্র্যাক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করেছে এবং নিরাপত্তা মান উন্নত করেছে অবিচ্ছিন্ন বিনিয়োগ এবং মনোযোগ সহকারে কাজ করে। এছাড়া, উচ্চ গতির ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য ২০১৪ সালে ৩১ হাজার কিলোমিটার থেকে বর্তমানে ৮৪ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি হয়েছে, যার ফলে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের ৮০ শতাংশে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলাচল সম্ভব হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, রেলওয়ে নিরাপত্তা মান উন্নত করতে এবং ট্র্যাকের অবকাঠামো শক্তিশালী করতে গত ১১ বছরে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং কৌশলগত বাস্তবায়ন করেছে, যার ফলে রেলের কার্যক্ষমতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নোংরা শৌচাগার, যত্রতত্র বিয়ারের বোতল! ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে রোজ মুখ পুড়ছে ভারতের, উঠল দুর্নীতির অভিযোগও

ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টন আয়োজন ঘিরে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু খেলোয়াড় মুখ খুলেছেন। তার মধ্যেই রোজই নতুন নতুন বিতর্ক প্রকাশ্যে আসছে। প্রশ্ন উঠছে, ছোট মাপের এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতেই যদি হিমশিম অবস্থা হয়, তা হলে দায়িত্ব পেলে ১০ বছর পর অলিম্পিক্স আয়োজন কী ভাবে করবে ভারত?

সম্প্রতি 'রিপাবলিক টিভি'র তরফে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে নোংরা শৌচাগার, যেখানে সেখানে বিয়ারের বোতল, অপরিষ্কার স্টেডিয়াম-সহ বিভিন্ন চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। খেলোয়াড়েরা যে এমনি এমনি অভিযোগ করছেন না, তা স্পষ্ট।

বিতর্কের পর ভারতের ব্যাডমিন্টন সংস্থার তরফে উদ্যোগ নিয়ে কিছু কিছু বিষয় ঠিক করা হয়। তবে অনেক কাজই বাকি রাখা হয়েছে। দর্শকদের জন্য শৌচাগার রয়েছে তা খুবই নোংরা। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় পাইপে ছিদ্র হওয়ায় জল পড়ছে। শৌচাগার দুর্গন্ধে ভর্তি এবং অস্বাস্থ্যকর। নোংরা টয়লেট পেপার ছড়িয়ে রয়েছে এদিক-ওদিক। দেওয়ালে পান, গুটখার পিক রয়েছে।

স্টেডিয়ামের দর্শকাসনের পিছন দিকে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সিগারেট, বিড়ি অবশিষ্ট অংশ। কিছু কিছু জায়গায় খালি বিয়ারের বোতল জমিয়ে রাখা হয়েছে। দর্শকদের খেলা দেখতে সুবিধা হয়, এমন ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র কিছু নেই।

এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ।

অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির এক উপকূলীয় এলাকা থেকে বন্যা সতর্কতা কমানো হয়েছে, এক নারী নিহত

সিডনি, ১৮ জানুয়ারি: অস্ট্রেলিয়ার সিডনির একটি উপকূলীয় এলাকায়, ন্যারা-বিন নামক সিডনির অন্যতম জনপ্রিয় এলাকার বন্যা সতর্কতা রবিবার কমিয়ে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পর্যটকরা শনিবার রাতে ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যার পর এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা পেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য জরুরি পরিষেবা (এসইএস) জানায়, 'বন্যার পানি কমছে এবং আর কোনো বড় বন্যার আশঙ্কা নেই।' ন্যারা-বিন এলাকাটি সিডনির সমুদ্রতীরবর্তী একটি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, যেখানে প্রায় ৮,০০০ মানুষ বসবাস করেন।

নিউজ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার রাতে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়ার পর সিডনির নিচু অঞ্চলের বাসিন্দাদের উচ্চস্থানে চলে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কর্মকর্তারা সতর্ক করেছিলেন যে, ওই অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হতে পারে এবং এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান সংস্থা গত বছর জানিয়েছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অস্ট্রেলিয়ায় তীব্র বৃষ্টিপাতের ঘটনা বেড়েছে, যা বিভিন্ন এলাকায় খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এই বৃষ্টিপাতের ফলে সিডনির কিছু এলাকা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

শনিবার বৃষ্টির কারণে নিউজ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে জরুরি সেবা প্রদানকারী দলগুলো ১,৭০০ এরও বেশি ঘটনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বন্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং উদ্ধারকর্মীরা চরম পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি) জানায়, শনিবার বৃষ্টির মধ্যে এক নারী নিহত হন। সিডনি থেকে প্রায় ৬৬ কিলোমিটার দক্ষিণে, উলংগং শহরের কাছে একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়ার কারণে তিনি মারা যান। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিহতের পরিচয় জানায়নি।

অস্ট্রেলিয়া, বিশেষ করে সিডনি এবং তার আশপাশের এলাকায় বন্যা ও ভয়াবহ আবহাওয়ার পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি পরিষেবাগুলি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলায় ভোট আসতেই ফিরে এলেন 'বিদ্যাসাগর'! প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিজেপির বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি: এবারের নির্বাচনী প্রস্তুতির মধ্যে আবারও উঠে এসেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সেই ঘটনা পেছনে ফেলে, এবার বঙ্গবিজেপি প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি উপহার দিল।

রবিবার সিঙ্গুরে প্রশাসনিক সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনৈতিক সভার মঞ্চে যান। সেই মঞ্চে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেন বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি। এই ঘটনায় নতুন করে গাঢ় রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি হয়েছে, কারণ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ওঠেছিল, যা রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল।

২০১৯ সালের মে মাসে, যখন বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কলকাতায় রোড শো করছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর কলেজে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ছিল, বিজেপি সমর্থকরা রোড শো থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে 'বাংলাবিরোধী' তকমা দেয় এবং অভিযোগ ওঠে যে, বিজেপি বাংলার সংস্কৃতির প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছে।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বলেন, "বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে। এটা ওঁর ২০০ বছর। বাংলার মানুষ হয়ে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সম্মান দিতে পারি না বিজেপির গুন্ডাদের জন্য।"

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, রোড শোতে গোলমাল বাধিয়েছিল তৃণমূলেরই সমর্থকরা। বিজেপি দাবি করেছিল, শাসকদল তাদেরকে প্ররোচিত করতে ইট ছুঁড়েছিল এবং পোস্টার-ফেস্টুন খুলে দিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় তৃণমূল 'বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের' অভিযোগ তোলে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে এ অভিযোগকে হাতিয়ার করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই অভিযোগ ভোটের প্রচারে শাসকদল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এর ব্যবহার অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। এবার বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি উপহার দেওয়ার মাধ্যমে বিজেপি নতুন রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছে। বঙ্গবিজেপি জানিয়ে দিয়েছে, তারা বরাবরই বাংলার সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে এবং প্রতিটি সভায় বাঙালি মনীষীদের সম্মান প্রদর্শন করছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি উপহার দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির এই উদ্যোগকে তৃণমূল কতটা প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটাই এখন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিএমসি নির্বাচনে বিজয়ে বিজেপি-শিন্ডে জোটের তীব্র আক্রমণ, উদ্ধব ঠাকরের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি: মহারাষ্ট্রের মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-র বৃহন্মুম্বই নির্বাচনে বড় জয় হাসিল করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শিন্ডে-ফড়ণবীশ জোট। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ''ঠাকরে সাম্রাজ্যের'' হাতে থাকা মুম্বইয়ের পুরসভার ক্ষমতা চলে এসেছে শিন্ডে-ফড়ণবীশ জোটের হাতে। তবে, হারের পরও উদ্ধব ঠাকরে দাবি করেন, তাঁর দল এখনও মুম্বইয়ের মেয়র পদ দখল করতে পারে।

উদ্ধব ঠাকরের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ। তিনি বলেন, "দেবা বলতে উনি আসলে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন? আমাকে? কারণ আমাকেও তো দেবা ভাউ বলা হয়''। ফড়ণবীশ তাঁর নাম 'দেবেন্দ্র' বা 'দেবা' টেনে উদ্ধবের মন্তব্যকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিএমসি সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শাসক জোট সম্মিলিতভাবে নেবে। তিনি বলেন, ''কে মেয়র হবে, কবে মেয়র নির্বাচন হবে, কোথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং কত বছরের জন্য এই সব সিদ্ধান্ত আমি, একনাথ শিন্ডে এবং আমাদের দলের নেতৃত্ব একসঙ্গেই নেব। এতে কোনও মতভেদ নেই।''

বিএমসি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর, প্রথম দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উদ্ধব ঠাকরে 'ঈশ্বর চাইলে' মন্তব্যটি করেছিলেন, যা নিয়ে তীব্র আলোচনা শুরু হয়। সেই সময় ঠাকরে বিজেপি এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে-কে নিশানা করে মুম্বইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ''ওরা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে, মুম্বইকে বন্ধক রেখে জয় পেয়েছে। এই পাপ মারাঠি মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না।''

ঠাকরে আরও বলেন, ''রাজনৈতিক লড়াই এখনও শেষ হয়নি'' এবং রাজ্যযন্ত্রের অপব্যবহার নিয়ে অভিযোগ তোলেন। ভোটগ্রহণের দিন অনিয়মের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ''বিজেপির শক্তি কেবল কাগজে আছে, রাস্তায় নয়।'' ঠাকরে আরও দাবি করেন, বিরোধী প্রার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাদের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল।

এই মন্তব্যের পর, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে এবং রাজ্যের শাসক জোট এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে ফের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, গাজিপুরে হোটেল মালিক লিটন ঘোষের মৃত্যু

গাজিপুর, ১৮ জানুয়ারি: বাংলাদেশে ফের একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যা নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। গাজিপুরের 'বৈশাখী সুইটমিট অ্যান্ড হোটেল'র মালিক লিটন ঘোষের হত্যার ঘটনায় সেদেশে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, হোটেলের কর্মচারীকে বাঁচাতে গিয়ে লিটন ঘোষ খুন হন। এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গাজিপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভাসংলগ্ন এলাকায় শনিবার সকাল ১১ টার দিকে একটি তুচ্ছ ঘটনার জেরে ঝগড়া শুরু হয়। তা পরবর্তীতে হাতাহাতিতে রূপ নেয়, এবং এর ফলে ৫৫ বছরের লিটন চন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে মোহাম্মদ স্বপন মিঞা, তার স্ত্রী মাজেদা খাতুন এবং ছেলে মাসুম মিঞাকে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মাসুম মিঞা ওই দিন সকালে হোটেলে গিয়ে রেস্তোরাঁর ১৭ বছরের কর্মী অনন্ত দাশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় মাসুমের বাবা স্বপন মিঞা ও মা মাজেদা খাতুন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তারা অনন্ত দাশকে মারধর করেন। এরপরে, লিটন চন্দ্র ঘোষ পরিস্থিতি শান্ত করতে এগিয়ে আসেন এবং কর্মীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তখনই স্বপন মিঞা এবং তার পরিবার লিটনকে মারধর শুরু করেন, যা এক পর্যায়ে এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, বেলচা দিয়ে লিটনের মাথায় আঘাত করা হয়। ওই আঘাতে লিটনের মৃত্যু ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত ৩ জনকে পালানোর সুযোগ দেয়নি এবং তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশের পাম্পকর্মী রিপন সাহার হত্যাকাণ্ডের খবরও উঠে আসে, যিনি একটি গাড়িতে তেল ভরার পর প্রাপ্য টাকা চাওয়ায় গাড়ির মালিক তাকে পিষে হত্যা করে বলে অভিযোগ।

গত ডিসেম্বর মাসে দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক হিন্দু হত্যার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে সেদেশের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছে। অমৃত মণ্ডল, রিপন সাহা সহ একাধিক যুবকের খুনের ঘটনা সবার সামনে এসেছে, এবং এসব হত্যাকাণ্ডের পর আরও একবার এল লিটন ঘোষের হত্যার খবর, যা বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

পরিত্যক্ত বিশ্রামাগার

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য জানা যাবে। তবে মৃতদেহের মাথার এক পাশে ও হাতে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পিকনিক থেকে ফেরার পথে

● প্রথম পাতার পর

মারে। এদিকে, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, আহতদের উদ্ধারের সময় দেখা যায় বাসের ভেতরে থাকা অধিকাংশ যাত্রীই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসতর্কতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করছেন তারা। যদিও এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই দুর্ঘটনায় বাসে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। স্থানীয় পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করেন। খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ এবং দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

আগরতলা রেল স্টেশনে

● প্রথম পাতার পর

বিহার রাজ্যে। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী তদন্ত অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

পুলিশের জালে দুই কুখ্যাত চোর

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, মধুবন এলাকার সুমন নম নামে আরও এক যুবক এই চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি থেকে নম্বরবিহীন দুটি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় ধৃত দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে তোলার প্রস্তুতি চলছে এবং চুরি চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তদন্ত জোরদার করেছে আমতলী থানার পুলিশ।

জনগন উন্নয়ন

● প্রথম পাতার পর

শাসনকালে আসামের উন্নয়নে অবহেলা করা হয়েছিল। আজ, জনগণের প্রথম পছন্দ বিজেপি, যা সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। জনগণ উন্নয়ন এবং ভালো শাসনের দাবি করছে, এবং বিজেপি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে প্রতিজ্ঞ।'

কাজিরঙ্গা উঁচু করিডোর প্রকল্পটি আসামের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে ডিব্রুগড় ও টিনসুকিয়া অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে। এর মাধ্যমে, সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, যাতায়াত সময় কমবে এবং ঝকঝকে শহরগুলি যেমন জাখালাবন্ধা এবং বোকাখাতকে বাইপাসের মাধ্যমে বিশ্রাম মিলবে। এছাড়া, এই প্রকল্পটি ভারতের অন্যতম আইকনিক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, কাজিরঙ্গা জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষণে সহায়ক হবে, যা দেশের পরিবেশগত সংস্কৃতি এবং জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

অসমের গভর্নর লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শর্বানন্দ সোনোয়াল, পবিত্র মার্গেরিতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মাঝ রাস্তায় গাড়ির চাকা

● প্রথম পাতার পর

খোকন দেবনাথ(৪৮) মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ওয়ান ওয়ে অংশে থাকা একটি গাছে। ধাক্কার তীব্রতায় গাছটি ভেঙ্গে পড়ে এবং গাড়িটি গিয়ে থামে আরেকটি ওয়ান ওয়ে রোডের ক্রসিংয়ের মাথায়। গাড়িতে ছিলেন চালক খোকন দেবনাথ ও তাঁর পিতা সুখেন্দু দেব (৭০)

সৌভাগ্যবশত, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাতে"ও কেউ গুরুতরভাবে আহত হননি, যা একপ্রকার অলৌকিক বলেই মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় দোকানদার ও পথচারীরা ছুটে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

এই ঘটনা আবারও স্মরণ করিয়ে দেয় গাড়ি চালানোর আগে টায়ারের অবস্থা পরীক্ষা করা কতটা জরুরি। সামান্য অবহেলা বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে দীর্ঘপথে রওনা হওয়ার আগে টায়ারের বায়ুচাপ, ক্ষয় বা ফাটল আছে কি না, তা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। এছাড়াও, গাড়ির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেক চালকের উচিত, নিজের ও অন্যের নিরাপত্তার স্বার্থে গাড়ি চালানোর আগে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা। কারণ, সড়ক দুর্ঘটনা কখনোই পূর্বাভাস দিয়ে আসে নাতবে সচেতনতা পারে তা প্রতিরোধ করতে।

লেম্বুতলী থেকে উদ্ধার বিপুল

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও বাড়ির পেছনের অংশে অবৈধভাবে গড়ে তোলা একটি গাঁজা বাগান শনাক্ত করে পুলিশ। পরে সেই গাঁজা গাছগুলি ধ্বংস করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রবিবার আগরতলায় বোধজং স্কুল অ্যালামনির ১১তম পুনর্মিলন উৎসব আয়োজিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত কামাখ্যা—হাওড়া স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে কামাখ্যা (গুয়াহাটি) ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে তিনি ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি (কামাখ্যা)—হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসেরও সূচনা করেন। এই উদ্যোগকে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগে নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ৩,২৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের একাধিক রেল ও সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, লজিস্টিকস দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার এই পবিত্র ভূমি থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রা সূচনার মাধ্যমে রেল আধুনিকীকরণের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তিনি জানান, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই অত্যাধুনিক স্লিপার ট্রেন দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রাকে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক করে তুলবে এবং সাশ্রয়ী ভাড়ায় বিমানের মতো ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দেবে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অধীনে নির্মিত এই ট্রেন একটি আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত ভারতের প্রতিচ্ছবি বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মা কালীর ভূমি বাংলার সঙ্গে মা কামাখ্যার ভূমি অসমকে যুক্ত করা এই বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস হাওড়া—গুয়াহাটি (কামাখ্যা) রুটে যাত্রার সময় প্রায় আড়াই ঘণ্টা কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে ধর্মীয় পর্যটন, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং সাধারণ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে বালুরঘাট—হিলি নতুন রেললাইন, নিউ জলপাইগুড়িতে পরবর্তী প্রজন্মের পণ্যবাহী ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র, শিলিগুড়ি লোকো শেডের আধুনিকীকরণ এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন। এই প্রকল্পগুলি উত্তরবঙ্গের যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি নিউ কোচবিহার—বামনহাট ও নিউ কোচবিহার—বক্সিরহাট রেল সেকশনের বৈদ্যুতিকরণও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

দীর্ঘ দূরত্বের রেল যোগাযোগ আরও প্রসারিত করতে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি চারটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন। এগুলি হল নিউ জলপাইগুড়ি—নাগেরকয়েল, নিউ জলপাইগুড়ি—তিরুচিরাপল্লি, আলিপুরদুয়ার—এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং আলিপুরদুয়ার—মুম্বাই (পানভেল) রুট। পাশাপাশি দুটি নতুন এলএইচবি কোচযুক্ত এক্সপ্রেস পরিষেবারাধিকাপুর---এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস এবং বালুরঘাট—এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসও চালু করা হয়।

গুয়াহাটিতে (কামাখ্যা) বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্য, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদ এবং রেলওয়ের উর্ধতন আধিকারিকরা। মালদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী সি. ভি. আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রীরা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের সূচনা এবং একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিক, যাত্রী-কেন্দ্রিক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী রেল নেটওয়ার্ক গঠনের প্রতিশ্রুতি আরও একবার স্পষ্ট হল। একই সঙ্গে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিঙ্গিছড়া ২ নম্বর বাজারে শহীদ স্মরণ সমাবেশ, বিজেপিতে যোগদান ১৫ পরিবারের ৪৫ ভোটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: খোয়াই মণ্ডলের অন্তর্গত সিঙ্গিছড়া ২ নম্বর বাজারে ২০০২ সালের ১৩ জানুয়ারি উগ্রবাদীদের হামলায় নিহত ১৬ জন নিরীহ কৃষক ও শ্রমিকের স্মৃতিতে রবিবার শহীদ স্মরণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য , বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা, মণ্ডল সভাপতি অনুকূল দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। সমাবেশে বক্তারা শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে বলেন, নিরীহ মানুষের উপর সন্ত্রাসী হামলা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা। এদিন রাজনৈতিক দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বিরোধী দল থেকে ১৫টি পরিবারের মোট ৪৫ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিয়ে প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দলে বরণ করে নেন।

'বিশ্বে জন্ম নেওয়া সকলেই হিন্দু' কৈলাসহরে সনাতনী হিন্দু সম্মেলনে শশীকান্ত পান্ডে

কৈলাসহর, ১৮ জানুয়ারি: হিন্দু সমাজের ঐক্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রক্ষার আহ্বান জানিয়ে কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত হলো সনাতনী হিন্দু সম্মেলন। রবিবার দুপুরে মনু ল্যান্ড কাস্টম সংলগ্ন পিএমশ্রী আরকেআই ময়দানে সনাতনী হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অসীম চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক রাজেশ উড়াং, সাধুসন্ত চন্দ্রকান্ত সিনহা, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি শশাঙ্ক ঘোষ এবং প্রধান বক্তা শশীকান্ত পান্ডে। ধর্মীয় রীতি মেনে তুলসী গাছে জল অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।প্রধান বক্তা শশীকান্ত পান্ডে তাঁর বক্তব্যে বলেন, "পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সকলেই হিন্দু। সকলের শেকড় সনাতনী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।" তিনি আরও বলেন, বিভেদ ভুলে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বে 'বন্দে মাতরম', গীতা আবৃত্তি, গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ, মণিপুরী নৃত্যসহ নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্মেলনটি সম্পন্ন হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও সমাজে ধর্মীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করতে এই ধরনের সম্মেলন ও অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

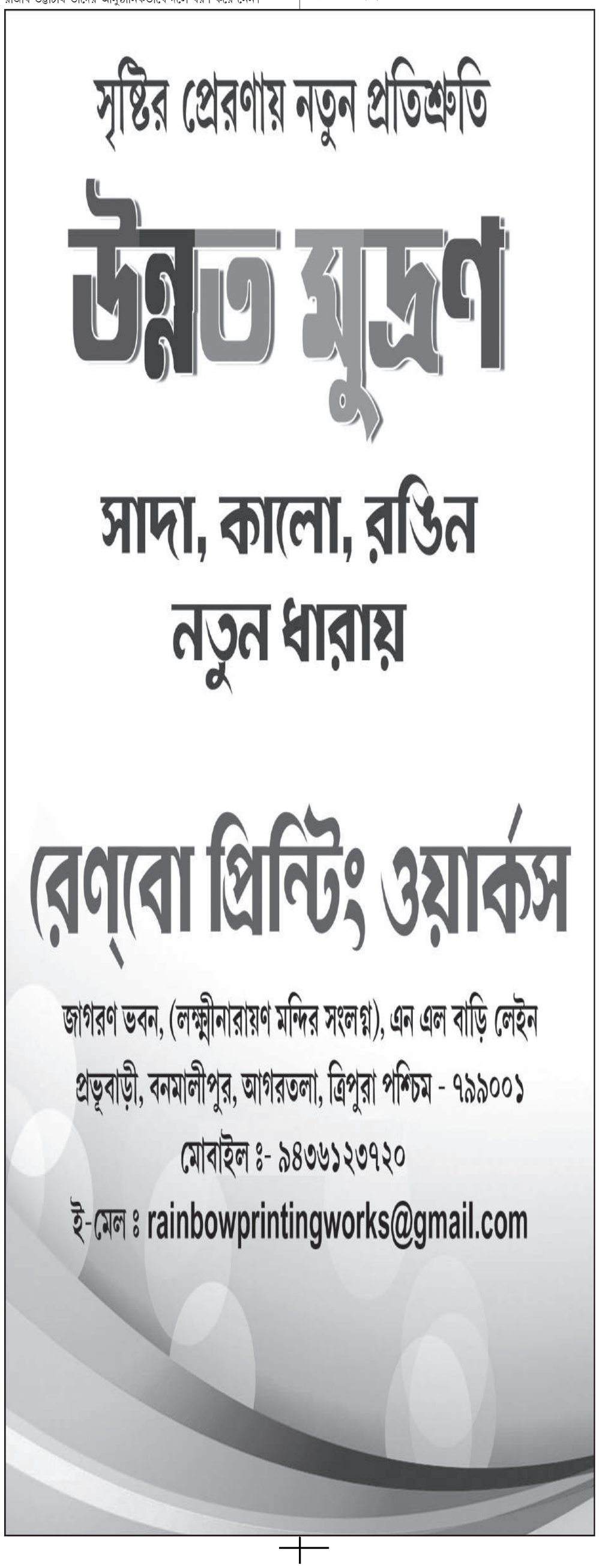

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরবে না: হাসান মাহমুদ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন থেকে বাদ দিলে দেশে কোনো স্থিতিশীলতা আসবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ। ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

হাসান মাহমুদ বলেন, "যে দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং একাধিকবার দেশ শাসন করেছে, সেই দলকে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া মানে নির্বাচনকে সাজানো প্রক্রিয়ায় পরিণত করা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কোনো স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে না।" তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটি আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়েও তাঁর সন্দেহ রয়েছে।

তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করতে না পারলেও দলটি গত ১৬ মাসে বাংলাদেশে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি প্রচারাভিযান শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী দিনগুলোতে ভারতে আরও একটি মিডিয়া আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে আওয়ামী লীগের।

বর্তমানে ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার অভিযোগ করছে যে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতারা ভারত থেকে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশে সহিংসতা উসকে দিচ্ছেন। তবে গত বছর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি সংসদীয় এক কমিটিকে জানিয়েছিলেন, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভারত কোনো ধরনের সমর্থন দেয়নি। এই অভিযোগ খারিজ করে হাসান মাহমুদ বলেন, "আওয়ামী লীগ ও ভারতের সম্পর্ক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত। আমাদের ভালো সম্পর্ক ছিল এবং এখনও আছে।"

তিনি আরও বলেন, "১৯৭১ সালে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশির জন্য আপনারা সীমান্ত খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতের মানুষ আমাদের জন্য তাঁদের হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি শেখ হাসিনা ভারতে এলে তাঁকে পূর্ণ প্রোটোকল দেওয়া হয়েছে।" নয়াদিল্লির প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস রিসার্চ ফাউন্ডেশন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি কিছু ছাত্র উপদেষ্টার "ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশটির মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার" মন্তব্যের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হাসান মাহমুদ বলেন, ঢাকা থেকে যদি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি হয়, তবে ভারত অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনার সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল চৌধুরী নওফেল। তিনি বলেন, হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া উগ্রপন্থী ও চরমপন্থী উপাদানগুলো দেশের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি দাবি করেন, প্রতিশোধমূলক হামলায় পুলিশের বহু সদস্য নিহত হয়েছেন এবং দেশে "দায়মুক্তির সংস্কৃতি" গড়ে উঠেছে, যার ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

বোধজং স্কুল অ্যালামনির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৯তম পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: বোধজং স্কুল অ্যালামনির উদ্যোগে রবিবার বোধজং স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ১৯তম পুনর্মিলন উৎসব। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মিলনমেলায় স্মৃতিচারণের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তাও তুলে ধরেন অ্যালামনির সদস্যরা।

বোধজং স্কুল অ্যালামনি বছরব্যাপী নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। বৃদ্ধাশ্রমে সহায়তা প্রদান, মেধাবী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে তারা।

এদিনের পুনর্মিলন উৎসবে অ্যালামনির পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। স্কুলে বর্তমানে পাঠরত দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন অ্যালামনির সদস্যরা। উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণা সভা ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিনটি আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

কলকাতা—গুয়াহাটি বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস উদ্বোধন, অসমের জন্য বড় সাফল্য: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারী : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, কলকাতা—গুয়াহাটি বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের উদ্বোধন অসমের জন্য একটি 'বহু বড় সাফল্য'। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধন করেছেন, যা ভারতের রেলযোগাযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে শর্মা বলেন, এটি অসমের জন্য গর্বের মুহূর্ত যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্লিপার সংস্করণটি কলকাতা—গুয়াহাটি রুটে চলবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধন করেছেন। এটি অসমের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আজ উদ্বোধন হওয়া প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন কলকাতা এবং গুয়াহাটি রুটে চলবে। এটি আমাদের জন্য একটি বিশাল সাফল্য। আমি অসমবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।'

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কার্বি সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা, যা ১৭ জানুয়ারি নির্ধারিত ছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অসম সফরের কারণে স্থগিত করা হয়েছে। এক্স-এ পোস্ট করে শর্মা আশ্বাস দেন যে, শীঘ্রই এই আলোচনা পুনঃনির্ধারিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৭ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অসমে দুই দিনের সফরে রয়েছেন। সফরের অংশ হিসেবে, তিনি ১৭ জানুয়ারি গুয়াহাটি শহরের সরুসুজাই স্টেডিয়ামে ঐতিহ্যবাহী বোড়ো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বাগুরুম্বা খৌ ২০২৬'-এ অংশ নেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মোদী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে বোড়ো সম্প্রদায়ের ১০,০০০ এরও বেশি শিল্পী একত্রিত হয়ে বাগুরুম্বা নৃত্য পরিবেশন করবেন। অসমের ২৩টি জেলার ৮১টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শিল্পীরা এই পরিবেশনায় অংশ নেবেন।

বাগুরুম্বা, বোড়ো সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য, যা প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং মানবজীবন ও প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ঐতিহ্যগতভাবে এই নৃত্যটি তরুণী নারীরা পরিবেশন করেন, পুরুষরা সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সহযোগিতা করেন। নৃত্যটি শান্তি, উর্বরতা, আনন্দ এবং সমবায় সৌহার্দ্যকে প্রতিফলিত করে, এবং এটি বসন্ত উৎসব, বোড়ো নববর্ষ এবং ডোমাসি উৎসবের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেটে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকেও হারালো জেআরসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই চলেছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। এবার হারালো উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ক্রিকেট টিমকে। রবিবার ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে জেআরসি দল বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় উচ্চ শিক্ষা দপ্তর রিক্রিয়েশন টিমের। টসে জয়লাভ করে উচ্চশিক্ষা দপ্তর দলের অধিনায়ক সৌরভ ভট্টাচার্য্য প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাট করতে নেমে অধিনায়ক অভিষেক দে-র নেতৃত্বে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যাটসম্যানরা নির্ধারিত ১৬ ওভার শেষ হওয়ার এক বল বাকি থাকতে সব ক-টি উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে। ব্যাট হাতে জেআরসি-র পক্ষে সায়নের ৩৬ রান এবং বাপন দাসের ২৮ রানের পাশাপাশি বিশ্বজিৎ দেবনাথের ১২ রান ও বিষ্ণুপদ বণিকের ১০ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাপস দেব, মিল্টন ধর, মনোজিৎ দাস, সুব্রত দেবনাথ, প্রণব শীল, দিব্যেন্দু দে এবং জাকির হোসেনের ব্যাটিং পারফরম্যান্সও উল্লেখ করার মতো। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের সৌরভ ভট্টাচার্য্য এবং প্রীতম সরকার দুটি করে এবং অভিষেক গোস্বামী বিভাস রায়, সুরজ রুদ্রপাল ও বয়ের দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ক্রিকেট টীম ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে সুরজ রুদ্র পাল সর্বাধিক ২৭ রান পায়। জেআরসি-র জাকির হোসেন ২৮ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফিও পেয়েছেন। এছাড়া দিব্যেন্দু দে ও তাপস দেব দুটি করে এবং প্রণব শীল একটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়াও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষে সহ অধিনায়ক দীপায়ন বর্মন, রাকেশ দেববর্মা, রাকেশ আচার্য্য, বাসির খান ও লিপন সরকার যেমন দুর্দান্ত লড়েছেন; তেমনি জেআরসি-র পক্ষে অধিনায়ক অভিষেক দে, অঞ্জন দেব সহ প্রত্যেকে দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে দু-দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধনে এই উদ্যোগের ভালো দিক নিয়ে আলোচনা হয়। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ ধরনের বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে এক বা একাধিক ছুটির দিন অতিবাহিত করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন প্রত্যেকে। খেলা শুরুতে জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক সৌরভ ভট্টাচার্য্য ঐক্য ও শান্তির বার্তা স্বরূপ দুটি পায়রা আকাশে উড়িয়ে ম্যাচের শুভারম্ভে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছেন। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ট্রফি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ইউডিসি বিমল ভৌমিক, শ্যামল চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত পৃথ্বীজিৎ মালাকার, জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে প্রমূখ। বলা বাহুল্য, দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। জে আর সি-র অধিনায়ক তথা সম্পাদক অভিষেক দে, সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষে সৌরভ ভট্টাচার্য্য দু-দলের খেলোয়ারদের পাশাপাশি আম্পায়ার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মধুবন দ্বাদশ স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা শহরতলী মধুবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় শনিবার। বিদ্যালয়ের এবারের থিম ছিল নেশা মুক্ত ত্রিপুরা, মিলে গড়ব আমরা।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শঙ্কর ধর। উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ইন কাউন্সিল উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ক্রীড়া ও যুব দপ্তরের সহ-অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর, আগরতলা পুরনিগমের কাউন্সিলর অপু আঢ্য, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক রাজীব মল্লিক সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। সকাল ৮ টায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা সহ পরিচালন কমিটির সদস্য প্রত্যেকের মধ্যে ছিল আলাদা উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা পরিচালন কমিটির সদস্যসহ এলাকার মানুষ সকলেই খেলায় অংশগ্রহণ করেন।খেলাধুলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। যার মধ্যে ছিল মহাভারতের একটি পর্ব, ভাংড়া নৃত্য, মারাঠি ডান্স, রাধা কৃষ্ণের যুগলবন্দী, জুম্বা ডান্স ইত্যাদি।সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল ৮০ বছর বয়সের বৃদ্ধ যুবক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ শট পুট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার ছিনিয়ে নেন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য, অভিভাবক-অভিভাবিকা সকলের সার্বিক প্রচেষ্টায় এ বছরের মধুবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অজন্তা দেব এবং এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার শিক্ষক সুমন বনিকের নেতৃত্বে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যেভাবে খেলা পরিচালনা করেন তা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সোমা দেবনাথ। এই সংবাদ জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক রাজীব মল্লিক।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় আলকারাজ, সাবালেঙ্কার, জিতলেন জেরেভও, শুরুতেই বিদায় ভিনাসের

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে নেমেছেন তিনি। সেই কার্লোস আলকারাজ প্রথম রাউন্ডে সহজেই জিতলেন। রড লেভার এরিনায় তিনি স্ট্রেট সেটে হারালেন অ্যাডাম ওয়াল্টনকে। জিতেছেন মেয়েদের এক নম্বর এরিনা সাবালেঙ্কাও। ওয়াইল্ড কার্ড পাওয়া ভিনাস উইলিয়ামস হেরে গিয়েছেন।

প্রধান কোর্টে সবার শেষে ম্যাচ ছিল আলকারাজের। দু'ঘণ্টা ১৩ মিনিটের লড়াইয়ে তিনি হারিয়ে দেন ওয়াল্টনকে। আলকারাজ জিতেছেন ৬-৩, ৭-৬, ৬-২ গেমে। সম্প্রতি কোচ জুয়ান কার্লোস ফেরেরোর সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেও তার প্রভাব আলকারাজের খেলায় পড়েনি। শুরুর দিকে একটু সমস্যা হলেও দ্রুত তা কাটিয়ে উঠেছেন। ম্যাচের পর আলকারাজ বলেছেন, "মরসুমে প্রথম বার কোর্টে নামতে পেরে খুব খুশি। রড লেভার এরিনায় খেলার চেয়ে ভাল কিছু হতে পারত না। ভাল একটা ম্যাচ খেললাম। অ্যাডাম দারুণ কিছু শট খেলেছে। তাই যথেষ্ট লড়াই হয়েছে ম্যাচে।"

আলকারাজ ৩৯টি উইনার মেরেছেন। দ্বিতীয় সেটে তাঁর প্রতিভার ঝলক দেখা গিয়েছে। ১-৩ পিছিয়ে থেকেও তিনি ম্যাচে ফিরেছেন। সেট খোয়াতে দেননি। অস্ট্রেলিয়ার ওয়াল্টন বিপদে ফেলার সব রকম চেষ্টা করেছেন। তবু সফল হননি।

আলকারাজের ঠিক আগেই খেলতে নেমেছিলেন সাবালেঙ্কা। তাঁর খেলা কোর্টে বসে দেখেছেন খোদ রড লেভার এবং রজার ফেডেরার। ম্যাচের পর সাবালেঙ্কা স্বীকার করেছেন, তিনি বেশ চাপে ছিলেন। তিয়ানতোসা রাকোতোমাঙ্গাকে ৬-৪, ৬-১ হারানোর পর সাবালেঙ্কা বলেছেন, "শুরুটা ভাল হয়নি। বিপক্ষ ভাল খেলেছে। দুর্দান্ত শট মেরেছে। তবে দ্বিতীয় সেটের শেষের দিকে ছন্দ ফিরে পেয়েছি।" ব্রিসবেনে ট্রফি জিতে মেলবোর্নে খেলতে নেমেছেন সাবালেঙ্কা। মেয়েদের শীর্ষ খেলোয়াড় হিসাবে ৭৪তম সপ্তাহে পা দিয়েছেন তিনি। কোর্টে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে লেভার ও ফেডেরারের উদ্দেশে বলেন, "আমি আপনাদের খুব বড় সমর্থক। চেয়েছি ভাল টেনিস খেলে আপনাদের সময়টা উপভোগ্য করে তুলতে। অনেক চাপ ছিল। খেলার সময় কখনও আপনাদের দিকে তাকাতে চাইনি।"

জেরেভ গত বার ফাইনাল খেলেছিলেন। এ দিন গ্যাব্রিয়েল দিয়ালোকে ৬-৭, ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। তবে সূচি নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন জার্মানির খেলোয়াড়। বলেছেন, "সূচি দেখে খুশি হতে পারিনি। দিয়ালো তরুণ খেলোয়াড়, প্রতিভাবান। প্রথম সেটে ভাল টেনিস খেলতে পারিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলায় উন্নতি হয়েছে।"

মহিলাদের বিভাগে দুই বাছাই খেলোয়াড় বিদায় নিয়েছেন। বিশ্বের ২০ নম্বর মারিয়া কস্তিয়ুক ৭-৬, ৬-৭, ৬-৭ হেরেছেন এলসা জ্যাকমতের কাছে। তুরস্কের কোয়ালিফায়ার জেনেপ সোনমেজ ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন একাদশ বাছাই একাতেরিনা আলেকজান্দ্রোভাকে।

সপ্তম বাছাই জেসমিন পাওলিনি ৬-১, ৬-২ হারিয়েছেন আলিয়াকসান্দ্রা সাসনোভিচকে। ১২তম বাছাই এলিনা সোয়াইতোলিনা এবং মারিয়া সাক্কারি স্ট্রেট সেটে জিতে পরের রাউন্ডে গিয়েছেন। কাঁধের চোটের কারণে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন মার্কেতা ভন্দ্রোসোভা নাম তুলে নিয়েছেন।

ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে খেলতে নামা ভিনাস অবশ্য প্রথম রাউন্ডের বেশি টিকতে পারলেন না। ওলগা দানিলোভিচের কাছে ৭-৬, ৩-৬, ৪-৬ গেমে হেরে গেলেন।

এক সূর্য্যের স্মৃতি ফেরাল আরেক সূর্য্য! বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নজরকাড়া ক্যাচ নিয়ে চর্চায় বৈভব

দু'জনেই সূর্য্য। একজন সূর্য্যকুমার যাদব। আরেকজন বৈভব সূর্য্যবংশী যুব বিশ্বকাপের মঞ্চে অনবদ্য ক্যাচ নিয়ে সূর্য্যের স্মৃতি ফেরাল অন্য সূর্য্য। একটা ক্যাচ ম্যাচের রং যে বদলে দিতে পারে, তা প্রমাণিত হল আবার। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৮ রানে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তবে ম্যাচ শেষে আলোচনায় বৈভব সূর্য্যবংশীর ক্যাচ। ব্যাটে ৭২ রানের ঝকঝকে ইনিংসের পর দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে সূর্য্যকুমার যাদবের স্মৃতি ফিরিয়েছে ১৪ বছর বয়সি বিস্ময় প্রতিভা। অনন্য সেই ক্যাচের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

বাংলাদেশের ইনিংসের ২৬তম ওভার। বিহান মালহোত্রার বলে তুলে মারেন মহম্মদ সামিউন বসির রাতুল। একটা সময় মনে হচ্ছিল বল বাউন্ডারি লাইনের সীমা পেরিয়ে যাবে। তখন ডিপ লং অফে ফিল্ডিং করছিল বৈভব। হাওয়ায় থাকা বল অসাধারণ জাজ করে ক্যাচ ধরে সে। তবে প্রথমে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। তৎক্ষণাৎ বলটি হাওয়ায় ছুড়ে দিয়ে নিজে চলে যায় বাউন্ডারি লাইনের বাইরে। এরপর অতি দ্রুত মাঠে ফিরে তালুবন্দি করে বল। ক্যাচটি নিশ্চিত কি না বুঝতে তৃতীয় আম্পায়ারের সহায়তা চাওয়া হয়। তিনি সামিউনকে আউট ঘোষণা করেন।

২০২৪ সালের ২৯ জুন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। বিশ্বজয় আর ভারতের মাঝে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন ডেভিড মিলার। এক ওভারে মাত্র ১৬ রান পুঁজি। মিলারের মতো ব্যাটারের পক্ষে যা মোটেই অসম্ভব ছিল না। হার্দিক পাণ্ডিয়ার প্রথম বলই শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন বাঁ-হাতি প্রোটিয়া ব্যাটার। বল ছুটল বাউন্ডারির দিকে। ছুটলেন আরেকজন সূর্য্যকুমার যাদব। লং অন থেকে বাউন্ডারির দিকে। বল লুফে নিলেন বটে, কিন্তু নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করবেন কীভাবে! একচুল এদিক-ওদিক হলেই তো উইকেটের বদলে স্কোরবোর্ডে লেখা হবে ছক্কা। সেই সঙ্গে সম্ভবত ট্রফিতেও লিখে ফেলা হবে দক্ষিণ আফ্রিকার নাম। কিন্তু সূর্য্য একচুলও এদিক-ওদিক হলেন না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। বাউন্ডারির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল উড়িয়ে দিলেন। সীমানার ভিতরে প্রত্যাবর্তন করে ফের লুফে নিলেন সেই বল। মুহূর্ত যেন থেমে গেল। ওই মুহূর্তেই যেন ট্রফিতে লেখা হল ভারতের নাম। নেটিজেনরা সূর্য্যের সেই অবিস্মরণীয় ক্যাচের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন বৈভবের ক্যাচের। তাঁরা বিহারের তারকা ক্রিকেটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বৈভবের ক্যাচটিকেই টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ সেই সময় বাংলাদেশের জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ৩৬ রান। সামিউন ফিরতেই ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে।

প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে বিলোনিয়া মূল পর্বে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে বিলোনিয়া। হারিয়েছে হার্ভে ক্লাবকে, ১৯২ রানের বড় ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে বিলোনিয়া মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় বিলোনিয়া-গন্ডাছড়ার ম্যাচে যে দল জয়ী হবে, তারাই মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে। আজ, রবিবার সকালে তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের খেলা শুরুতে বিলোনিয়া ১৩৫ রান থেকে খেলা শুরু করে ছয় উইকেটে ২৫০ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে, জবাবে হার্ভে ক্লাব জয়ের লক্ষ্যে লড়াই করলেও ১০৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবে বিলোনিয়া ১৯২ রানের ব্যবধানে প্রথম জয়ের স্বাদ ছিনিয়ে নেয়। ব্যাটিংয়ে বিলোনিয়ার আকাশ হোসেনের ১৩৩ রান, আদ্রিত মজুমদারের ১০৯ রান এবং হার্ভে ক্লাবের দ্বীপ জয় গুরু বিশ্বাসের ৮০ রান উল্লেখযোগ্য। আদ্রিত ৮৮ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৯ রান পায়। বোলিংয়ে বিলোনিয়ার শুভঙ্কর দেবনাথ ৬৩ রানে পাঁচটি এবং তপন ঘোষ ২২ রানে চারটি উইকেট পায়। হার্ভের দ্বীপজয় পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল ৪৫ রানের বিনিময়ে। তবে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তপন ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ধর্মনগর কে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের আশায় এগুচ্ছে খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে খোয়াই। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে শেষ ১৬ গ্রুপে অর্থাৎ মূল পর্বে খেলার আশায় রয়েছে খোয়াই দল। হারিয়েছে ধর্মনগরকে, ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে। এই জয়ের সৌজন্যে খোয়াই মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় উদয়পুর কে বড় ব্যবধানে হারাতে পারলে খোয়াই মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে। আজ, রবিবার সকালে তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের খেলা শুরুতে ৩৪ রান থেকে খেলা শুরু করে অবশিষ্ট ৯ উইকেট হারিয়ে ১০০ রান যোগ করতে সক্ষম হয়, ৩৭ ওভার খেলে। মোট ১৩৪ রানে ধর্মনগরের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খোয়াই ৯৩ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয়। খোয়াইয়ের শুভজিৎ পাল ২ ইনিংসে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে মোট ১১৫ রান সংগ্রহ করার সুবাদে ম্যাচের সেরার খেতাবও পায়। সতীর্থ শুভদীপ পাল পেয়েছে ৩৭ রান। বোলিংয়ে খোয়াইয়ের দীপ্তনু দাস ৪টি উইকেট পেয়েছিল ৩৮ রানের বিনিময়ে। ধর্মনগরের অভয় এবং জয়দীপ তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

টিপিটিএলের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড তথা টিপিটিএল-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। দপ্তরের মহিলা কর্মচারী ও অভয়নগর প্লে সেন্টার মহিলা টিমের পাশাপাশি পুরুষ বিভাগে টিপিটিএল এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড তথা টিএসইসিএল-এর কর্মচারীরা অংশ নেয়। আগরতলা শহরতলী ইন্দ্রনগর আইটিআই মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রীতি ম্যাচের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও দলগত ঐক্য আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিপিটিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা, এজিএম নিরুপম গুহ-সহ বিভিন্ন দপ্তরের মহিলা ও পুরুষ খেলোয়াড়রা।

ভূপেন দত্ত ভৌমিক স্মৃতি রাজ্য টেনিস আসর সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৯ তম ভূপেন দত্ত ভৌমিক মেমোরিয়াল স্টেট টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপের অন্তিম দিন আজ, সকালে মালঞ্চ নিবাস স্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে ৯ টা থেকে পুরুষ বিভাগের ডাবলস ফাইনাল ম্যাচের খেলার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। ডাবলস ফাইনাল ম্যাচে অমিত রিয়াং ও তুইজিলাং দেববর্মা জুটি ৬ - ৪ , ৬ - ১ সেট পয়েন্টে অবিনাশ সাহা ও কৃষ্ণ দেববর্মা জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়।

মহিলা বিভাগের ফাইনাল খেলা শুরু হয় দুপুর ১১টায়।এই ম্যাচে ঋত্বিকা দাস ৬ - ২, ৬ - ০ সেট পয়েন্টে অভিষিক্তা চৌধুরী কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

বিকাল ২ টা থেকে শুরু হয় পুরুষ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচের খেলা। ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই হয় দুই প্রতিযোগীর মধ্যে এবং অবশেষে ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে তুইজিলাং দেববর্মা ৬ - ৪ , ৬ - ৭ (৫ - ৭), ৬ - ৪ সেট পয়েন্টে অবিনাশ সাহা কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়।

বিকাল ৪ টায় হয় পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকা তথা ভূপেন দত্ত ভৌমিক ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল, ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, টি টি ডি সি এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা , ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি বিধান রায়, সহ সভাপতি প্রণব চৌধুরী ও তড়িৎ রায়, সাধারন সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা ও চিন্ময় দেববর্মা, কার্য্যকরী সদস্য অমিয় কুমার দাস সহ এসোসিয়েশন এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

আশারামবাড়ী আনন্দমার্গ স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে হয়ে গেল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।খোয়াই মহকুমার সীমান্ত গ্রাম আশারামবাড়ি। এই আশারামবাড়িতে রয়েছে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের উদ্যোগে আনন্দমার্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ২০১৪ সালে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৭৫ জন।শিক্ষক শিক্ষিকা সংখ্যা ১২। রয়েছে দুই জন গ্রুপ ডি কর্মচারী। রবিবার আশারামবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে কচিকাঁচাদের নিয়ে ৩২ টি ইভেন্টের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা শেষে অভিভাবকদের হয় একশত মিটার দৌড়।অভিভাবিকাদের মধ্যে হয় মিউজিক্যাল বল প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফল ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদেরকে সফলতার জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

প্রতিযোগিতা হয় স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষকাদের মধ্যে। অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়েও প্রতিযোগিতা হয়।

সবশেষে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ধামাইল নৃত্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন আশারামবাড়ী আনন্দমার্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সুশিল চন্দ্র দাস, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দেব, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অর্জুন তেলেঙ্গা ও নরেন্দ্র নমঃশূদ্র। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজ্য কমিটির সদস্য শিবশান্ত মোদক ও আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয় খোয়াই স্কুল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অসিত বরণ ঘোষ। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অভিভাবক সতি লাল গৌড়।

নীতিশের দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সে জয় অব্যাহত রেখে জেসিসি প্রি-কোয়ার্টারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে জেসিসি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছুলো। দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্স নিতিশ কুমার সাহানির।

দুই ইনিংসে ১০ উইকেট। ২৯২ রানের ব্যবধানে অনবদ্য জয় ছিনিয়ে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে।

দুই ইনিংসে বড় স্কোর সংগ্রহ করে জেসিসি বাজিমাৎ করে দিয়েছে। শঙ্খনীল সেনগুপ্তের ব্যাটিং এবং নীতিশ কুমার সাহানির বোলিংয়ে সমৃদ্ধ স্কোর এবং দারুন জয় জেসিসি-র। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব প্রথম ইনিংসে ২১২ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মৌচাক ক্লাবের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৯৫ রানে। ১১৭ রানে এগিয়ে থেকে জেসিসি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ৫০ ওভার ২ বল খেলে ২৪৪ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে মৌচাক ক্লাব জয়ের জন্য শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ২৯ ওভার ৪ বল খেলে ৬৯ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। জেসিসি ২৯২ রানের বিশাল ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পায়। জেসিসি-র শঙ্খনীল সেনগুপ্তের ১০৯ রান, আয়ুষ মন্ডলের ৮৮ রান এবং শুভ দাসের ৮৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে নীতিশ কুমার সাহানি ২ ইনিংসে মোট ৪৯ রানের বিনিময়ে দশটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, জয়দীপ সরকার পেয়েছে চারটি উইকেট দুই রানের বিনিময়ে। নিতিশ কুমার সাহানি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

সিদ্ধার্থের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে বিশালগড় মূল পর্বে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স সিদ্ধার্থ দেবনাথের। যেমন ব্যাটিংয়ে তেমন বোলিংয়ে। ৩৫৮ রানের ব্যবধানে অনবদ্য জয় ছিনিয়ে বিশালগড় মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। দুই ইনিংসে বড় স্কোর সংগ্রহ করে বিশালগড় বাজিমাত করে দিয়েছে। সিদ্ধার্থ দেবনাথের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে সমৃদ্ধ স্কোর এবং দারুন জয় বিশালগড়ের। বিশালগড় প্রথম ইনিংসে ২১২ রান সংগ্রহ করলে জবাবে শান্তির বাজারের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১১৯ রানে। ৯৩ রানে এগিয়ে থেকে বিশালগড় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ৬৬ ওভার ২ বল খেলে পাঁচ উইকেটে ৩৭১ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে শান্তির বাজারের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেকটা দুরূহ থেকে। তবে শেষ পর্যন্ত ৪৩ ওভার ১ বল খেলে ১০৬ রানে ইনিংস শেষ করে দেয়। বিশালগড় ৩৫৮ রানের বিশাল ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পায়। বিশালগড়ের সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ১৭৬ রান শুভজিৎ দাসের ১১৪ রান এবং দীপ দেবের ৯৮ রান যথেষ্ট উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে বিশালগড়ের রিয়াদ হোসেন এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ দুজনে ছয়টি করে উইকেট পেয়েছিল। শান্তির বাজারের আয়ুশ দেবনাথ পেয়েছে পাঁচটি উইকেট একচল্লিশ রানের বিনিময়ে। অল রাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সিদ্ধার্থ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ম্যাচ ড্র : প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে প্রি-কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত তেলিয়ামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তেলিয়ামুড়া ও অমরপুরের ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তেলিয়ামুড়া তিন পয়েন্ট পেয়ে মুল পর্বে তথা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। পরবর্তী কোনদল গ্রুপ-ই থেকে মূল পর্বে খেলবে তা নির্ভর করছে অমরপুর এবং সোনামুড়ার ম্যাচের ফলাফলের উপর। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের। রানির বাজার স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত তিনদিনের ম্যাচে তেলিয়ামুড়া প্রথম ইনিংসে ২৫৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে অমরপুরের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৮২ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে তেলিয়ামুড়া ৬৮ ওভার খেলে ৫ উইকেটে ২৫৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে জবাবে অমরপুর ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ড্র তে নিষ্পত্তি হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তেলিয়ামুড়া ৩ পয়েন্ট পায়। অমরপুর পেয়েছে এক পয়েন্ট। তেলিয়ামুড়ার পক্ষে সোম্ভ্রাংশু পালের ৯৫ রান, পৃথ্বীরাজ গোপের ৬৮ রান এবং অমরপুরের প্রানজিত

মর্ডান রেপিট দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন অন্তরীপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হলো ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর অন্তরীপ আচারিয়া। মর্ডান ক্লাব আয়োজিত ইস মানি র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। ছয় রাউন্ডে পুরো ছয় পয়েন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আন্তরিপ। পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করেন যথাক্রমে বাপু দেববর্মা, দীপক চৌহান, সুব্রত দেবনাথ এবং কিংশুক দেবনাথ। আসরে আসরে অনূর্ধ ৭ বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর স্নেহাংশু দেব, অভিরাজ পাল, অয়নজিৎ নাগ, অনূর্ধ ৯ বিভাগে মেট্রিক চেস একাডেমীর দেবরাজ ভট্টাচার্য্য, এস ডিলশাদ, দীপ্তনীল দেব, অনূর্ধ ১১ বিভাগে শুভায়ন দাস শুভায়ন দাস, পীতাম্বর দেবনাথ, রোহিল সাহা, অনূর্ধ ১৩ বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির মেহেরদ্বীপ গোপ, অভ্রনীল দে, অনিরুদ্ধ মজুমদার, অনূর্ধ ১৫ বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির দেবতীর্থ দাস, শিবম প্রতাপ পাল, দেব প্রিয় দেবনাথ যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। ভেটারেন্স বিভাগে রমেশ কলই এবং সর্বকনিষ্ঠ বিভাগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির শ্রীয়ানস দেব সেরা হয়েছে। খেলা পরিচালনা করেন পান্না আহমেদ। জানা গেছে, ২৭ জানুয়ারি হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্যকরি সভাপতি নীতিন নবিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

টিপিটিএলের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: আগামীকাল ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড (টিপিটিএল)-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে দপ্তরের মহিলাকর্মচারী ও অভয়নগর প্লেসেন্টার মহিলা টিমের পাশাপাশি পুরুষ বিভাগে টিপিটিএল এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর কর্মচারীরা অংশ নেবেন।

ইন্দ্রনগর আইটিআই মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই প্রীতি ম্যাচের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও দলগত ঐক্য আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন টিপিটিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা, এজিএম নিরুপম গুহ-সহ বিভিন্ন দপ্তরের মহিলা ও পুরুষ খেলোয়াড়রা। আয়োজকদের মতে, খেলাধুলার মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বনমালিপুরস্থিত শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দির প্রতিষ্ঠা বার্ষিক সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব-২০২৬ সম্পন্ন হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: বনমালিপুরস্থিত শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দির প্রতিষ্ঠা বার্ষিক সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব-২০২৬ গত ৯ জানুয়ারি, শুক্রবার থেকে সেবামন্দিরে শুরু হয়েছিল এবং তা সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয়েছে ১৬ জানুয়ারি। ১৯৭৭ সালে শ্রী শ্রী রামঠাকুরের স্বরূপ ৪র্থ মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ ও নির্দেশে কতিপয় গুরুভ্রাতা ও ভক্ত অনুরাগীদের উদ্যোগে ও তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা, নিষ্ঠা এবং ভক্তির ফলশ্রুতিতেই এই মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। আটদিন ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহের মাঙ্গলিক সূচনা করেছিলেন চট্টগ্রামস্থিত কৈবল্যধামের শ্রীশ্রী রামঠাকুরের স্বরূপ সপ্তম মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য এবংসমগ্র অনুষ্ঠানটি মোহন্ত মহারাজ-জির পৌরোহিত্যেই এবং উনার দিক নির্দেশনাতেই সু-সমপন্ন হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ শনিবার সকালে শ্রী শ্রী রামঠাকুরের স্বরূপ সপ্তম মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সেবামন্দির থেকে আগত গুরুভাই-বোন ও ”ভক্তপ্রাণ

প্রত্যেকরায় মেলায় উপচে পড়া ভিড়, ক্ষুদে শিল্পীদের পরিবেশনায় মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: প্রত্যেকরায় মেলাকে কেন্দ্র করে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে স্থানীয় শিশু ও ক্ষুদে শিল্পীদের পরিবেশনা মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে আয়োজিত প্রত্যেকরায় মেলা আজ নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধারক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মেলার চতুর্থ দিনেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই মেলা প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। তবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানার সূচি ও পরিচালনা নিয়ে কিছু প্রশ্নও উঠেছে। অভিযোগ, সন্ধ্যা রাত থেকেই ক্ষুদে নৃত্যশিল্পীদের মঞ্চের পাশে বসিয়ে রাখা হলেও একের পর এক গানের অনুষ্ঠান চলতে থাকায় ছোট ছোট শিশুদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এতে অভিভাবক ও দর্শকদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

যদিও রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ যখন ক্ষুদে শিল্পীরা তাদের নৃত্য পরিবেশনা শুরু করে, তখন দর্শক-শ্রোতাদের উৎসাহ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। বিশেষ করে নৃত্যালয় নৃত্যসেন্টারের পরিবেশিত নৃত্যনাট্য দর্শকদের মন কেড়ে নেয় এবং মেলা প্রাঙ্গণে প্রশংসার জোয়ার ওঠে।

আজ এই ঐতিহ্যবাহী প্রত্যেকরায় মেলার সমাপ্তি দিন। শেষ দিনকে ঘিরেও দর্শক-শ্রোতাদের ভিড় ও উৎসাহ থাকবে বলে আয়োজকদের আশা।

বিধানসভায় জনজাতি উন্নয়নের প্রশ্ন তুলতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি রঞ্জিত দেববর্মার, বিকাশ দেববর্মার মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: আগামী বিধানসভা অধিবেশনে জনজাতিদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশ্ন বিধানসভায় উত্থাপনের সুযোগ নিশ্চিত করতে রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি তুলে দিলেন তিপ্রা মথা দলের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। রবিবার রাজভবনে গিয়ে তিনি এই স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এই দিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রঞ্জিত দেববর্মা জানান, জনজাতিদের স্বার্থে উন্নয়নমূলক প্রশ্নগুলি যদি বিধানসভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়, তবেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। এই বিষয়টি তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষকেও অবগত করেছেন বলে জানান।

পাশাপাশি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। রঞ্জিত দেববর্মার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় দাবি করছেন যে টি টি এডিসি-কে ৬ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই অর্থ কোন কোন আর্থিক বছরে বরাদ্দ হয়েছে, সে বিষয়ে বিধানসভায় কোনও সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়নি। এদিকে, গতকাল বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা দাবি করেন যে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তিপ্রা মথা দলের সকল নেতা-কর্মী বিজেপিতে যোগ দেবেন এবং তিপ্রা মথা দলের এমডিসি ও বিধায়করা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছেন। এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উক্তির পাল্টা সুরে প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার একটাই প্রশ্নএই ধরনের গণতান্ত্রিক ভাষণ শুনে কি মনে হয় না, রাজ্যে আদৌ আইনের শাসন চলছে কি না?” তিনি আরও বলেন, রাজ্যে উত্তেজনা কে সৃষ্টি করছে, তা সরকারকেই দেখা উচিত।

রঞ্জিত দেববর্মা উল্লেখ করেন, তিপ্রা মথা কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ আগেও বিপিন দেববর্মা তুলেছিলেন। অথচ রাজ্যে কোনও উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি তৈরি হলেই তার দায় তিপ্রা মথা দলের উপর চাপানো হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, “আমরা ২০২১ সালেও এককভাবে লড়াই করেছি, ২০২৩ সালেও করেছি। নির্বাচন ঘোষণা করা হোক, তারপর বাকিটা দেখা যাবে।” এই সমস্ত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সেকেরকোটস্থিত নিউ ক্লাবে তিনদিন ব্যাপী চিড়ে-মুড়ি ও শিশু মেলা অনুষ্ঠান উদযাপিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: সেকেরকোটস্থিত নিউ ক্লাবে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী চিড়ে-মুড়ি ও শিশু মেলা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ এবার।

সেকেরকোট স্থিত নিউ ক্লাব প্রাঙ্গনে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত শিশু মেলা সমাপ্তি হলো রবিবার বিকেলে।এই দিনের মূল আকর্ষণ ছিল চিড়ে-মুড়ি উৎসব ও কচি কাচাদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন সেকেরকোটের বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ কুমার ভৌমিক, প্রধান অতিথির আসন অনুষ্ঠিত করেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী অরিন্দম লোধ, সম্মানীয় অতিথি ছিলেন টিটিডিসি-র চেয়ারম্যান এডভোকেট শ্রী সমীর ঘোষ, বিশেষ অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন শ্রীযুক্ত পুলিন সরকার, গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, সুবোধ দেব, নারায়ণ ঘোষ, এবং সংস্থার কর্ণধার সেকেরকোট দীপক লস্কর। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের মেম্বার নেইলি দেববর্মা, আশা রানী দাস লস্কর।

অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন সুধীর দাস। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং গ্রাম বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের এই উদ্যোগে বিপুল সাড়া ফেলেছে সেকেরকোট, পাড়ুপুর ও বিক্রম নগর এলাকাবাসীর মধ্যে এবং তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ২০২৫ এর’ নীলজোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান’ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগামী ১৫ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৮ জানুয়ারী: রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকের সর্ব বৃহৎ সংগঠন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ২০২৫ এর ’নীলজোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান’ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগামী ১৫ মার্চ আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। আজ আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৫ মার্চ সকাল এগারোটায় এই ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

ক্লাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার ছয়টি ইভেন্টের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংগঠককে সম্মান জানানো হবে। এই ছয়টি ইভেন্ট হচ্ছে ফুটবল, ক্রিকেট, যোগাসন, আথলেটিকস, জিমন্যাস্টিকস এবং সাঁতার।

পাশাপাশি আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্মান গৌতম কর ভৌমিক এবং বিশ্বজিৎ শর্মা স্মৃতি পুরস্কার ও দেয়া হবে রাজ্যের দুজন ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিক।

এছাড়া আজকের বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, রাজ্য ক্রিকেটে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করে বিসিসিআই র জাতীয় সিনিয়র রনজি ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার হয়ে শততম ম্যাচ খেলার জন্য মনি শংকর মুড়া সিং এবং মহিলাদের জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার হয়ে শততম ম্যাচ খেলার জন্য অন্নপূর্ণা দাসকে সম্মানিত করা হবে। প্রসঙ্গত গত বছর থেকে আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের এই নীলজোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান পুরস্কার চালু করা হয়েছে। এবছর তা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করবে।

কালীপদ চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: কালীপদ চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে হালহালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নার্সারী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পড়ুয়াদের মধ্যে মহকুমা ভিত্তিক ’বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কমলপুর মহকুমার হালহালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কালীপদ চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং ডক্টর স্বপন চৌধুরী ও জবা চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় রবিবার নার্সারী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পড়ুয়াদের মধ্যে মহকুমা ভিত্তিক ’বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবার তৃতীয় বর্ষে পা দিয়েছে। বলা যায়, কমলপুর মহকুমার সব থেকে বৃহৎ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এতে কমলপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নার্সারী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপে প্রায় ৭শো প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করে। কেন এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, এবিষয়ে কালীপদ চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের মুখ্য আয়োজক ডক্টর স্বপন চৌধুরী বিস্তারিত তথ্য জানান।

বিধায়ক উন্নয়নের প্রথম অর্থ থেকে কৃষ্ণনগর ছাত্র সংঘকে অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করলেন বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে সরকারি অর্থ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হতেই উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা এলাকার নির্বাচিত বিধায়ক দীপক মজুমদার।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের প্রথম পর্যায়ের অর্থ থেকে রবিবার কৃষ্ণনগর এলাকার ছাত্র সংঘের হাতে জনস্বার্থে ব্যবহারযোগ্য একটি অ্যাম্বুল্যান্স তুলে দেন তিনি। এই অ্যাম্বুল্যান্সটি এলাকার সাধারণ মানুষের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, এলাকার মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে রামনগর বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী ও শিক্ষক সংঘের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগরতলায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: রবিবার আগরতলার মুক্তধারা হলে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনুমোদিত রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ ও রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক সংঘের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় সংগঠনের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ-এর সভাপতি তপন দাস, প্রফেসর ড. অরবিন্দু মাহাতো, বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ-এর সভাপতি বিপ্লব করসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি ও সংগঠনের সদস্যরা।

আলোচনায় বক্তারা কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজের স্বার্থরক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আদর্শভিত্তিক সংগঠন গঠনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

বিলোনিয়া মহকুমা ভিত্তিক সনাতন হিন্দু একতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ জানুয়ারি: আজ বিলোনিয়া বিকেআই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া মহকুমা ভিত্তিক সনাতন হিন্দু একতা সম্মেলন। হিন্দু রীতিমিতি মেনে ভারত মাতার প্রতিকৃতি সামনে পূজার্চনা করার পর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন সনাতন হিন্দু একতা সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র নমঃ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ত্রিপুরা প্রান্তের সহ প্রান্ত প্রচারক কন্নণ জি, স্বামী ধানত্মানন্দ গিরি মহারাজ সহ অন্যান্য অতিথিগন, আয়োজক কমিটির সভাপতি ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র নমঃ বলেন এই ধরনের হিন্দু একতা সম্মেলন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে হিন্দু ধর্মের লোকেরা একতাবদ্ধ ভাবে থাকতে পারে। তিনি বলেন বিলোনিয়াতে হিন্দু ধর্মের লোকেদের জন্য এটি একটি প্রথম অনুষ্ঠান। হিন্দু সনাতন ধর্ম প্রাচীন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে এই বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যাবে এই প্রত্যাশা আয়োজক কমিটির। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের সম্মেলন করা তা সার্বিকভাবে সফল তা আজকের নাগরিকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

আদালতের রায় বনাম ধর্মীয় আবেগ

ভারসাম্যহীন সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা দরিদ্র মা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জানুয়ারি: আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে একদিকে যখন আইনি বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে তখন ধর্মীয় আবেগ এবং এক অসহায় পরিবারের মানবিক আর্তনাদ। একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের মাগরুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘ ১৫ থেকে ২০ বছরের পুরনো মন্দির ভাঙার আশঙ্কায় এলাকাবাসীর ”বলিদানের” হুংকার, আর তার মাঝেই এক শিকলবন্দি মানসিক ভারসাম্যহীন সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা এক দরিদ্র মা।

কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ আর হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত থাকে এই প্রাঙ্গণ। এখানে প্রায় ১৫-২০ বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছেন শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী। এলাকাবাসীর কাছে এটি কেবল একটি স্থাপনা নয়, বরং কয়েক প্রজন্মের বিশ্বাস। কিন্তু হঠাৎ এই আশ্রয়ের ওপর নেমে এসেছে উচ্ছেদের খড়্গ। আদালতের রায় গিয়েছে অন্য এক ব্যক্তির পক্ষে।

এলাকার সনাতনী সম্প্রদায়ের সাফ কথাপ্রাণ থাকতে তারা মন্দির ভাঙতে দেবেন না। প্রয়োজনে বলিদান দিতেও তারা প্রস্তুত।

প্রশাসনের কাছে তাদের দাবি, ধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে যেন এই সমস্যার সমাধান করা হয়।

মন্দিরের ঠিক পাশেই এক চিলতে ঘরে লড়াই চলছে বাঁচার। মামলার বিবাদী কল্যাণী নাগ আজ বড় অসহায়। অর্থাভাবে চিকিৎসা নেই, নেই ঠিকমতো অন্নসংস্থানও। তার দুই সন্তানই মানসিক ভারসাম্যহীন। মেয়েটি যাতে হারিয়ে না যায় বা কারো ক্ষতি না করে, তাই তাকে দীর্ঘ সময় রাখতে হয় লোহার শিকলে বন্দি করে। আদালতের রায় কার্যকর হলে দুই অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন এই মা? সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ থাকে যে, ওই এলাকার বাসিন্দা কামাল উদ্দিন জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওই একই এলাকার বাসিন্দা কল্যাণী নাগের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলেন, মামলাটির রায় পান কামাল উদ্দিন। গতকাল প্রশাসনের লোক উচ্ছেদ করতে গেলে এলাকার সনাতন হিন্দু ধর্মের লোকেরা তাতে বাধা দেয়, উক্ত বিষয় নিয়ে আজ এলাকার সকল সনাতন হিন্দু ধর্মের লোকেরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। ঘটনার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনার সুরাহার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

মেয়রের জন্মদিন উপলক্ষে ১৪ নং ওয়ার্ডে একাধিক সমাজমুখী কর্মসূচি

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেবের উদ্যোগে মেয়র দীপক মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে একাধিক সমাজমুখী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে ওয়ার্ড এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পাশাপাশি ৭০ ঊর্ধ্বে বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডাক্তারি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিকেল বেলায় শিশুদের অংশগ্রহণে তিনটি বিভাগে একটি আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন, মেয়রের জন্মদিন উপলক্ষে আগরতলার বটতলা কালী মন্দিরে বিশেষ পূজা অর্চনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা ও ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

চড়িলামে রাতের আঁধারে কৃষকদের ফসল ধ্বংস, আতঙ্কে বনকুমারি এলাকার চাষিরা

চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি: চড়িলামের বনকুমারি এলাকায় একের পর এক কৃষকের ফসল ধ্বংসের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিরা পরিকল্পিতভাবে কৃষকদের কৃষিজমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে, যার ফলে চরম আর্থিক সংকটে পড়ছেন কৃষকরা।

বনকুমারি এলাকার কৃষক রঞ্জন দেবনাথ ও হরিধন দেবনাথ জানান, গত কয়েকদিন ধরে তাদের লাউক্ষেত, কপি খেত ও খিরা ক্ষেত বারবার ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে বহু দিনের পরিশ্রম ও বিনিয়োগ একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, এভাবে চলতে থাকলে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাঁচাই দায় হয়ে পড়বে এবং না খেয়ে মরার পরিস্থিতি তৈরি হবে।

কৃষকদের অভিযোগ, রাজ্যে এ ধরনের ফসল ধ্বংসের ঘটনা যেন নতুন এক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার জানিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তারা দাবি করেন।

এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন তারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
19-01-2026, 01:12